JADAVPUR UNIVERSITY

LIBRARY

Class No ৮৯১·৪৪–৮৪৫

Book No নারায়ণ ৭

(OR)

শঙ্খ ব্যঞ্জনের আত্মকথা

84

১৮-২৪

পঞ্চব্যঞ্জনের আত্মকথা ।

(রঙ্গ-রস-পূর্ণ রচনা)

বারা লাইব্রেরী । কলিকাতা স্থাপিত ১৯১২ সাল ।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়
প্রণীত ।

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

প্রকাশক
শ্রীঅহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এস-সি.
চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোং
১৫ নং কলেজ্ স্কোয়ার, কলিকাতা
১৩২২ ।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত ।

১০/-

৮৯১'৪৪–৮৪৫
নগেন্দ্র ৭
০৭
(OR)

শ্রীতুলসী চরণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
" চেরিপ্রেস লিঃ " ২৫১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

JADAVPUR UNIVERSITY
Acc No GN 36189
Date 22.11.05
LIBRARY ★ KOLKATA-32

উপহার পত্র।

....

শ্রী..

তারা লাইব্রেরী।
কলিকাতা
স্থাপিত ১৯১২ সাল

শ্রীকর-কমলেষু—

..........................!

শুদ্ধচিত্তে 'পঞ্চ ব্যঞ্জন' পরিবেশন করিলাম। সাদরে গৃহীত হইলে সুখী হইব।

ইতি..........

....

শ্রী..........................

তারা লাইব্রেরী।
কলিকাতা
স্থাপিত ১৯১২ সাল

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস লাইব্রেরী—২০১ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

চক্রবর্ত্তী-চাটার্জ্জী কোং—১৫নং কলেজ স্কোয়ার, ,,

কালীমোহন বুকষ্টল্—২১৬ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট্ ,,

অপরাপর পুস্তকালয়ে ও নোয়াখালী গ্রন্থকারের নিকট।

প্রথম সংস্করণ।

উৎসর্গ ।

যে নিপুণ শিল্পীর 'মালঞ্চের' পুষ্পপুঞ্জের
মধুর গন্ধে
সারস্বত-কুঞ্জ আমোদিত,
যাঁহার সুকণ্ঠ-নিঃসৃত 'সাগর-সঙ্গীতের'
মোহন তানে
বাঙ্গালীর হৃদয়-মন মোহিত,
যিনি আজ বঙ্গ-বাণীর পবিত্র পূজা-মন্দিরে
কনক-আসনে
'নারায়ণের' প্রতিষ্ঠা করিয়া
'অন্তর্য্যামীর'
আরাধনা আরম্ভ করিয়াছেন—
মা-জন্মভূমির সেই বরেণ্য সন্তান
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহোদয়কে
শুদ্ধচিত্তে
'পঞ্চব্যঞ্জন' পরিবেশন করিয়া
কৃতার্থ হইলাম ।

নিবেদন।

বিগত বৎসরের ১৩ই চৈত্র "শিক্ষা-সম্মিলনের" উদ্যোগে নোয়াখালী টাউন্‌হলে আহূত সভায় বর্ত্তমান প্রবন্ধ সর্ব্বপ্রথম পঠিত হয়। কিন্তু পরে অনেকানেকের আগ্রহে পুনরায় ২৭শে চৈত্র টাউনহলে আহূত অপর এক সভায় প্রবন্ধটী দ্বিতীয়বার পাঠ করিতে হইয়াছিল। তারপর বর্ত্তমান বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসে "নব্যভারত" সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কুমিল্লায় "ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মিলনীর" যে বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল, সেই সভায়ও 'পঞ্চব্যঞ্জন' পরিবেশন করিয়াছিলাম। 'পঞ্চব্যঞ্জনের' আস্বাদে সমবেত সুধী-সজ্জনেরা পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় স্বয়ং 'পঞ্চব্যঞ্জনের' ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পাচককে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। সেই সাহসেই আজ বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে 'পঞ্চব্যঞ্জন' উপস্থিত করিলাম। 'চিনিপাতা দৈ' ও 'মিষ্টান্নকে' ঠিক ব্যঞ্জন বলা যায় না। তাই সপ্ত প্রকারের জিনিষে নৈবেদ্য সাজাইয়াও ইহাকে 'পঞ্চব্যঞ্জন' নামে অভিহিত করিয়াছি।

এস্থলে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, রঙ্গ-রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' ও 'অনুপ্রাসের' আলোচনা হইতেই 'পঞ্চব্যঞ্জন' রচনার পরিকল্পনা হইয়াছে। তবে ললিত বাবুর গ্রন্থ দুইখানির সহিত আমার লিখন-পদ্ধতি ও রচনা-নীতির কোন সংশ্রব নাই। ললিত বাবু মহাজন—— আমি দীনহীন অভাজন। তিনি 'ব্যাকরণের' বিভীষিকা-বেষ্টিত মহাশ্মশানে প্রবেশ করিয়া শঙ্করের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিয়াছেন—'অনুপ্রাসের' সুবৃহৎ আসরে অবতীর্ণ হইয়া বিজয়-দুন্দভি বাজাইয়াছেন। আর আমি ব্যঞ্জনের ক্ষুদ্র পাকশালে প্রবেশ করিয়া গুটিকয়েক বর্ণমালার মাল-মশলায় 'পঞ্চব্যঞ্জনের' থালা সাজাইয়াছি। এইক্ষণ সাহিত্য-সেবী সুধী-সজ্জনেরা দয়া করিয়া নবীন পাচকের কাঁচা-হাতের রাঁধা ব্যঞ্জন পাতে লইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

হিতবাদী-সম্পাদক, প্রবীণ সাহিত্য-সেবী, ভক্তিভাজন পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গ্রন্থখানি দয়া করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। আর আমার পরম প্রীতিভাজন সুহৃৎ, 'নায়কের' সহকারী সম্পাদক, সুলেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়, পূজনীয় জ্যেষ্ঠ-তাত কলিকাতা টেলিগ্রাফ-চেক্-অডিট্ আফিসের সহকারী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু ও অপরাপর বন্ধুবান্ধব বর্ত্তমান গ্রন্থ-প্রকাশে আমাকে নানা-প্রকারে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নোয়াখালীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভুলুয়া পরগণার ভূস্বামী, পাইকপাড়ার লোক-হিত-ব্রত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর গ্রন্থখানি নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত করিয়া দীন গ্রন্থকারকে অনুগৃহীত ও উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার এই বদান্যতা ও অনুগ্রহের জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি। ইতি—

নোয়াখালী
ভাদ্র—১৩২২

বিনীত—
গ্রন্থকার

ব্যঞ্জনের তালিকা।

১। শুক্তা ('জ'এর জীবন-কথা) ... ১

২। ডাল্‌না ('ঘ' এর ঔদার্য্য) ... ১৩

৩। ভাজা ('ণ' এর ঘোষণা-পত্র) ... ২১

৪। ডা'ল্‌ ('ন' এর নিবেদন) ... ২৭

৫। আলুবক্‌রার টক্‌ ('ঘ' এর বর্ণনা-বৈচিত্র্য) ৩৭

৬। চিনিপাতা দৈ ('স' এর সওয়াল্‌ জবাব) ৪৫

৭। মিষ্টান্ন ('শ' এর মাতব্বরি) ... ৫৬

গ্রন্থকার প্রণীত—

১। ফরাসী বীরাঙ্গনা—১৲

(বিশ্ব-বিশ্রুত বীরাঙ্গনা জোয়ান্ দার্কের অলৌকিক জীবন-কাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণিত। ভগবৎ-প্রেম, স্বদেশানুরাগ ও আত্মত্যাগের মনোরম আলেখ্য—উপন্যাসের মত মধুর ও কৌতূহল-পূর্ণ—ছয় খানি সুশোভন চিত্র-সম্বলিত, ঝক্‌ঝকে বাঁধাই)

২। বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ—॥০

(মহাপুরুষ বিবেকানন্দের জীবনের বিশেষত্ব ও মূল তত্ত্বগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী ও মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণিত। পাঠ করিয়া মোহিত হইবেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত ভূমিকা ও মহাপুরুষের হাফ্‌টোন্ চিত্র সম্বলিত—এন্টিক কাগজে মুদ্রিত)

৩। চন্দ্রহাস-বিষয়া—১।০

(মহাভারতের একটি মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যান উপন্যাসের আকারে কবিত্ব-পূর্ণ ভাষায় রচিত। চন্দ্রহাসের হরিভক্তি ও বিষয়ার পাতিব্রত্যে বিস্মিত হইবেন। এ গ্রন্থের কবিত্বের ঝঙ্কারে, সঙ্গীতের মোহন তানে ও রচনা-মাধুর্য্যে মোহিত হইবেন। বহু চিত্র শোভিত, দুই রঙে মুদ্রিত—সিল্কের বাঁধাই)

গ্রন্থ তিনখানি খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী ও সংবাদপত্র কর্ত্তৃক বিশেষ প্রশংসিত।

তারা লাইব্রেরী।
কলিকাতা
স্থাপিত ১৯১২ সাল।

পঞ্চব্যঞ্জনের আত্মকথা।

(১)

শুক্ত।

(বর্গীয় "জ" এর জীবন-কথা)

একদিন জনক-জননীর পদ-পঙ্কজে প্রণাম-পূর্ব্বক কয়েক জন সাধু-সজ্জন ও ভক্ত-মহাজনের সহিত মিলিত হইয়া পদব্রজে ব্রজধামে গমন করিলাম। ব্রজধামের বিজন বিপিনের এক নিভৃত নিকুঞ্জে আমরা ভজন-পূজন-দর্শন-মানসে প্রবিষ্ট হইলাম। দেখিলাম, সুসজ্জিত কুঞ্জ-কুটীরে ব্রজকিশোরের বামে ব্রজেশ্বরী রাধারাণী মোহন সাজে সজ্জিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। আর এক জটা-জূটধারী অজিন-পরিহিত জরাজীর্ণ পূজারি রাধাকৃষ্ণের রাজীব-চরণে সাজি ভরিয়া পুষ্পরাজি অঞ্জলি স্বরূপ অর্পণ করিতেছেন। ব্রজধামের ব্রজকিশোর ও ব্রজেশ্বরীর পবিত্র পদরজ হইতে আরম্ভ করিয়া পূজারীর জটাজূটে, কৃতাঞ্জলি-পুটে ও সাজির পুষ্পরাজিতে আমাকে বিরাজমান দেখিয়া সাধুসজ্জন ও ভক্ত-মহাজন আমার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

তারপর, "ব্যঞ্জন" নামক জননী-জন্মভূমিতে উপনীত হইয়া দেখিলাম জড়জগতের উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে জৈব-জগতের জীবজন্তু ও জনসমাজেও আমার ভজন-পূজনের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। অতি অল্প কালমধ্যে নির্জ্জন কুঞ্জ-কুটীর হইতে জনাকীর্ণ রাজ-ভবনেও আমার প্রভাবের প্রভূত প্রসার দেখিয়া "অল্পপ্রাণ" অন্তঃস্থ 'য' এর চিত্ত-ক্ষেত্রে জিঘাংসা-বীজ উপ্ত হইল। তাই আর সে কাল বিলম্ব না করিয়া বৈয়াকরণ-রূপ হুজুরের এজ্‌লাসে হাজির হইয়া আমার জোর-জবরদস্তি-সম্বন্ধে জঘন্য মিথ্যাপবাদ সৃজন-পূর্ব্বক নালিশ রুজু করিল।

বৈয়াকরণ-কাজি আইন-নজিরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই আমার উপর হুকুম জারি করিয়া জুলুমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তদবধি অন্তঃস্থ 'য' বাঙ্গালা-ভাষা-জননীর বানান-রাজ্যে নানাভাবে রাজত্ব করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় জীমূত-গর্জ্জনে আপন ক্ষমতা জাহির করিতেছে। * এমন কি অন্তঃস্থ 'য' বর্ত্তমান

---

* এস্থলে সুধী-সজ্জনদিগকে জানাইয়া রাখা প্রয়োজন যে, কেবল অন্তঃস্থ 'য' এর জোর জুলুমের কথা উল্লেখ করাই আমার উদ্দেশ্য। অন্তঃস্থ 'য়' ও 'য' ফলার উপর আমি কোন প্রভুত্ব জাহির করিতে সাহসী নই। কারণ ইহারা বর্ণমালার দেহে শুক্র-

পরিবর্ত্তনের যুগে সুযোগ বুঝিয়া সংস্কার-প্রয়াসী মুষ্টিমেয় যুবকের সাহায্যে আমাকে বাঙ্গালার বানান-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া একচ্ছত্র সম্রাটরূপে কালযাপন করিতে যত্নপর হইয়াছে। অন্তঃস্থ 'য' এইরূপ আকাশ-কুসুমবৎ অলীক সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে দিবস-যামিনী উন্মার্গগামী যুবকগণের সহিত একযোগে ষড়যন্ত্র করিতেছে।

আমার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে জগতের জীব-জন্তু ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের ক্ষুদ্র বীজ হইতে জন্মভূমির জনক-জননী, আত্মজ, অনুজ, অগ্রজ প্রভৃতি স্বজনবর্গ এবং জীর্ণ-পর্ণকুটীরবাসী প্রজা হইতে রাজাধিরাজের জীবন বিনাশ করিয়া ভীষণ অরাজকতা সৃজন করিতে হইবে। কিন্তু বিশাল বিশ্বের বিধাতা পৃথ্বীরাজ জগদীশ্বরের রাজ্যে এরূপ জঘন্য জিঘাংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করা সম্ভবপর কিনা, জানিনা। উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণের সাহায্যে যদি অন্তঃস্থ 'য' এর পক্ষে এরূপ কার্য্যসম্পন্ন অনায়াস-সাধ্য হইত, তবে সে নীরবে বসিয়া কালাতিপাত করিত কিনা সন্দেহ।

শোণিতের ন্যায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের দুইজনকে বহিষ্করণ বা বর্জ্জন করা অসম্ভব। সুতরাং ইহাদের উভয়ের সহিত চিরদিন সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করি।

বৈয়াকরণ-রূপ কাজির জোর-জবরদস্তি ও জুলুমের ফলে আমার ন্যায় উচ্চ-বংশ-জাত সজ্জনের গর্ব্বও যে কতকটা খর্ব্ব না হইয়াছে, এমন মনে করিবেন না। কিন্তু তথাপি আমাকে আজও জগতে নানারূপে বিরাজমান দেখিতে পাইবেন। আমিই জগদ্বিখ্যাত ইংরাজ-রাজ পঞ্চমজর্জ্জের রাজ-সিংহাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক দুরূহ প্রজারঞ্জন-ব্রত পালনার্থ মুক্তহস্তে অজস্র অর্থদান করিয়া থাকি। ভারতের রাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের সহায়তায় আমি জাহ্নবী-তীরবর্ত্তী কলিকাতা মহানগরী হইতে পঞ্জাবের অন্তর্গত প্রাচীন দিল্লী নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া আনিয়াছি। আর কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ্‌জষ্টিস্ জেন্‌কিন্স্‌রূপে আমিই রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আইন-নজীরের ত্রুটি উল্লেখ করিয়া রুলজারি করিয়া থাকি। মিশনারীর মুক্তি-ফৌজে ও জেনানা-মিশনে আমার কীর্ত্তি-ধ্বজা ও বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। আমারই জমীদারের জমাদারের ভয়ে খাজানা পরিশোধের জন্য, দরিদ্র প্রজাকুল ঘর-দরজা ও জমি-জমা ইজারা রাখিয়া কুসীদ-জীবীর নিকট হইতে উচ্চহারে টাকা কর্জ্জ লইয়া থাকে। স্বদেশজাত দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের আন্দো-

মনের প্রথম সময়ে মোজা-গেঞ্জি বুনিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন-পূর্ব্বক জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার পথ আমিই প্রদর্শন করিয়াছি। আর বোধ হয় জানিলে সুখী হইবেন—আমি স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী দ্বারা নিজ বাস-গৃহের জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে কখনও লজ্জাবোধ করিনা। এতদ্ব্যতীত জ্যোতিষ্মান ভাস্করের তেজঃপুঞ্জে, ভ্রমর-গুঞ্জিত কানন-কুঞ্জে, সজল নয়নের কাজলে, সাজাহানের তাজমহালে, রাজা রামচন্দ্রের প্রজারঞ্জনে, ব্রজকিশোরীর মান-ভঞ্জনে, রাজপুতের আত্ম-বিসর্জ্জনে, পশুরাজের গর্জ্জনে, শ্রমজীবীর জীবিকা-অর্জ্জনে, মিঞাজানের বিবিজানে, নন্দন-জাত পারিজাতে, মুসলমানের হজরতে, আজগবি গল্প-গুজবে, সজীবে নির্জীবে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, বিজ্ঞে প্রাজ্ঞে, অস্থি-মজ্জায়, কল-কব্জায়, ঘর-দরজায়, সাজ-সজ্জায়, মাছ-ভাজায়, রাজা-প্রজায়, সন্ধ্যা-পূজায়, বিজলি-চমকে, জাকজমকে, জলদ-জালে, মঞ্জুল মঞ্জীলে, জলে জঙ্গলে, মাদ্রাজে গুজ্‌রাটে, গেজেটে বজেটে, উজীরে নাজীরে, নজীরে হাজিরে, হুজুরে খেজুরে, পিঞ্জরে কুঞ্জরে, মঞ্জরে মঞ্জীরে, সরোজে পঙ্কজে, অগ্রজে অনুজে, দনুজে মনুজে, জলজে অণ্ডজে, সেমিজে কামিজে, কলেজে লগেজে, কাজে অকাজে, তাজে তোয়াজে, অজে গজে—এমন কি

বর্দ্ধমানের রাজাধিরাজে ও ময়ূরভঞ্জের মহারাজে আমি খোস্ মেজাজে বিরাজ করিতেছি।

অতঃপর বিজ্ঞান-জগতে আমার রাজত্বের কথঞ্চিৎ পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছি। জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন্-রূপে 'ষ্টীম্ ইঞ্জিন্', জার্ম্মাণীর কাউণ্ট্ জেপেলিন্-রূপে বিমান-পোত 'জেপেলিন', আইজাক্ নিউটন-রূপে 'জগতের মাধ্যাকর্ষণ' এবং জগদীশচন্দ্র-রূপে 'জড়জগতের জীবনী-শক্তি' প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তথ্যরাজি ও সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কার করিয়া আমিই জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছি। "জগজ্জ্যোতি" নুরজাহানের রূপ-লাবণ্যের লূতাতন্তু-জালে আমিই জাহাঙ্গীরকে উর্ণনাভের ন্যায় জড়িত করিয়া রাখিয়াছিলাম। দিল্লীর মোগলরাজ-বংশের ঔরঙ্গজীব-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি হিন্দু প্রজাপুঞ্জকে জিজিয়া নামক দুর্ব্বহ করভারে জর্জ্জরিত করিয়াছিলাম। মির্জ্জাফর ও জগৎশেঠের জঘন্য জাল-জুয়াচুরী ও বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর রক্ত-রঞ্জিত রণ-প্রাঙ্গণে সিরাজদৌল্লা পরাজিত হইলে, আমিই বিজেতা ইংরাজ জাতির গৌরবোজ্জ্বল ললাট রাজ-তিলকে বিভূষিত করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় বিদ্বজ্জন-সমাজে সকলেই জ্ঞাত আছেন। আমার কৃপায় সিংহল-রাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের হৃদয়ে

ক্ষত্রিয়োচিত রজোগুণ ও তেজঃপুঞ্জ সঞ্জাত হইয়াছিল। দশরথাত্মজ রামচন্দ্র আমারই আজ্ঞায় হরধনু ভঙ্গ করিয়া জনক-নন্দিনী জানকীকে জীবন-সঙ্গিনী জায়া-রূপে লাভ করিয়া জগদ্‌বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আর এশিয়ার রাজকবি রবীন্দ্রনাথ প্রাজ্ঞের ন্যায় আমারই উপদেশের অনুবর্ত্তন-পূর্ব্বক প্রাঞ্জল ভাষায় 'গীতাঞ্জলির' ইংরাজী অনুবাদ করিয়া একলক্ষ বিশ হাজার টাকা মূল্যের নোবেল্ প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তারপর মার্জ্জার-রূপে আমি জীবন্ত মৎস্যের কাঁটা খাইয়াও হজম করিয়া ফেলি। আর অতল জলধির জল হইতে রজ্জুর সহায়তায় অনেক মজ্জমান ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিয়া আমি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছি। আমারই রোজ্, জিঞ্জারেড্, লাইম্‌জুস্ প্রভৃতি সুশীতল পানীয় জলের বলে আপনারা সকলেই গ্রীষ্ম-জ্বালা জুড়াইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গোয়ালন্দের তরমুজে, দশসেরা খরমুজে, ঘরের সাজান মেজে, দর্জ্জীর জরীর কাজে—এমন কি কামানের গুরু-গম্ভীর আওয়াজে ও ফৌজের কুচ্-কাওয়াজে আমাকে সতেজে বিরাজমান দেখিতে পাইবেন।

আমারই খবরের কাগজের সহায়তায় রাজ্য-মধ্যে জঘন্য অরাজকতা ও হাজার হাজার টাকার রাহাজানির কথা জন-

সমাজে জানাজানি হইয়া পড়ে। পূজার বাজারে রাধা-বাজারের জুয়েলারের দোকানে বসিয়া আমি জহুরী-স্বরূপ হীরা-জহরৎ লইয়া নাড়া-চাড়া করি। আর জমি-জমা-সংক্রান্ত বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য আমি রেজেষ্টারী-করা জরুরী দলিল ও নামজারীর কাগজ-পত্র লইয়া জেলা-জজের এজ্‌লাসে হাজির হইয়া জবানবন্দী দিয়া আসি। অঙ্ক-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জ্যামিতির ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজে আমারই খোঁজে ব্যস্ত। আমিই বক্তিয়ার খিল্‌জী-রূপে সপ্তদশজন অশ্বারোহী সেনাসহ তদানীন্তন হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেনের পরিত্যক্ত রাজধানী অধিকার-পূর্ব্বক বঙ্গ-বিজয় করিয়াছিলাম। আমিই এক সময়ে কুটীলা জটীলা-রূপে দিবস-রজনী রসরাজ ব্রজরাজের জায়া রাধারাণীর দোষ খুঁজিয়া বেড়াইতাম বলিয়া —আজ সে লজ্জাজনক কাজের জন্য অনুতাপ-জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। তারপর ইংরাজী-জানা বাবুদের বন-ভোজনে আমি গাজীপুরী তামাকের সঙ্গে অতি জাকৃজমকে জমকাল আল্‌বোলার মাথায় বসিয়া সর্‌ফরাজী করিয়া থাকি। এই সমুদয় ব্যতীত পুঁজিপাটায়, বাজে জমায়, খাজঞ্চিখানায়, খাজনা বাজনায়, জলাজায়গায়, গালিগালাজে, বিলিবন্দেজে, রসুনপেঁজে, সাজগোজে, পিল্‌সুজে, ননন্দভাজে, হিজিবিজীতে গিজ্‌গিজীতে, পাঁজিকাজিতে, ভোজবাজিতে, জ্যোৎদারে,

ইজ্জতরাদারে, জমিজিরেতে ও বজ্জাতে আমার ইজ্জৎ বেজায় রকমে বজায় রাখিয়াছে।

জ্যোতির্ব্বিদের রচিত পঞ্জিকার কলেবরে অনুসন্ধান করিলে জ্যৈষ্ঠ মাসের জামাই-ষষ্ঠীতে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে, জগন্নাথের রথে, গিরিরাজ-তনয়া দশভূজা ও জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর পূজায়—এমন কি মুসলমানের রোজা ও ইদজ্জোহায় আমার সংবর্দ্ধনার আয়োজন দেখিতে পাইবেন। অনুগ্রহ করিয়া কলিকাতায় নানা জায়গায় ও নানা জিনিষে খোঁজ লইলে আমার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। চীনা-বাজারের জুতায়, লালবাজারের হাজতে, মেডিক্যাল কলেজের হাউস্ সার্জ্জনে, বহুবাজারের জামা-জ্যাকেট ও সেমিজ কামিজে, বড়বাজারের ব্যবসায়-বাণিজ্যে, ইংরাজের কীর্ত্তি-স্তম্ভ হাওড়া-ব্রিজে——এমন কি জাহ্নবী-জল-বিহারী জাহাজেও আমাকে বিরাজমান দেখিতে পাইবেন। আর অভিজ্ঞ কবিরাজের জ্বর-বজ্র ও অজীর্ণ-নিসূদন বটিকা, মকরধ্বজ ও সঞ্জীবন সালসা, জীরকাদি মোদক, কুব্জ-প্রসারিণী তৈল, শিলাজতু, বিজয়-ভৈরব, কুটজালেহ, দন্ত-মঞ্জন, উন্মাদভঞ্জন, রসরঞ্জন এবং জবাকুসুম, গন্ধরাজ ক্লেশরঞ্জন প্রভৃতির জাক্-জমকপূর্ণ বিজ্ঞাপনে আমিই জন-সমাজে নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি জ্ঞাপন করিয়া থাকি।

ঐতিহাসিক সময়ের রাজন্য-বৃন্দের মধ্যে দিল্লীর পৃথ্বীরাজ, কনোজ-রাজ জয়চন্দ্র, রাজপুতবীর জয়মল্ল ও রাজসিংহ এবং মারাঠাবংশীয় শিবাজী, শম্ভুজী, বালাজী প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সহিত আমি প্রীতির হৈম-সূত্রে জড়িত আছি। প্রাচীন ভারতের জড়ভরত, জৈমিনি, জনক, জরৎকারু, অম্বুধ্বজ, অজামিল, ভরদ্বাজ, পাতঞ্জল ও কপিঞ্জল প্রভৃতি ভক্ত-মহাজনের পুণ্য-পূত পদ-রজে আমিইত একদিন জন্ম-ভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলাম।

মুসলমানের রোজা-রমজানে, মস্‌জিদের আজাহানে আমি আজও সাধু-সজ্জনের ধর্ম্মজীবনে জীবনী-শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকি। চাটার্জ্জী-বানার্জ্জী কোম্পানীর ম্যানেজার-স্বরূপ আমি অনেক সময় দেরাজ হইতে কাগজ লইয়া জমাখরচ লিখি এবং ডজন হিসাবে জিনিষ খরিদ করিলে এজেণ্ট্‌দিগকে উচ্চহারে কমিশন দিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করি। ক্ষুধা যখন জঠরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমাকে জ্বালাতন করিতে থাকে, তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া তাজা-মাছের ভাজা বা টাট্‌কা খাজা-গজা কিঁ জিলিপি প্রভৃতি ভোজ্য বস্তু ভোজন করিয়া উদর-জ্বালা জুড়াইয়া থাকি। আমিই শিশু-রাজ্যে জুজুরূপে উপস্থিত হইয়া শিশু-দিগকে ভয়ে জীবন্মৃত ও জড়সড় করিয়া তুলি। জগতের

বিভিন্ন সাম্রাজ্যে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী আমারই কৃপায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞের গান-বাজনায়, নবাবজাদার বজ্‌রায়, নিজাম-রাজ্যের জঙ্গ্‌ বাহাদুরে, বিষ-জিহ্ব অজগরে—এমন কি দশ-ভূজার পূজার পরে লক্ষ্মী-কোজাগরে খোঁজ করিলে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন। রজনী-শেষে তেজোদীপ্ত অরুণ-দেবের রজতোজ্জ্বল জ্যোতিঃ-পুঞ্জে আমিই কুজ্ঝটিকার জলদ-জাল ভেদ করিয়া তন্দ্রা-জড়িত জন-সমাজে নব জাগরণের স্পৃহা জাগ্রত করি। কখন কখন আমি জনাকীর্ণ জনপদে উপস্থিত হইয়া 'ভোজনে চ জনার্দ্দনং' 'বিবাহে চ প্রজাপতিং' প্রভৃতি মন্ত্রো-চ্চারণ পূর্ব্বক দেবদ্বিজে ভক্তি জন্মাইতে প্রয়াস পাই। এমন কি ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে আমি পদব্রজে অতি সহজে জলধির জলরাশি সোজাসোজী অতিক্রম করিতেও পারি। মৃত্যুঞ্জয় বৃষভধ্বজের জটাজূট-বিজড়িত মূর্দ্ধজে ও আজানু-লম্বিত ভুজদ্বয়ে আমিই ভুজঙ্গ-রূপে বিষ-জিহ্বা বিস্তার করিয়া সগৌরবে বিরাজ করিতেছি। আর আমিই এক সময়ে রাজসিক ভোগ-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া জাপানে জনৈক জিতেন্দ্রিয় বৌদ্ধ পরিব্রাজকের নিকট প্রবজ্যা গ্রহণ-পূর্ব্বক জগজ্জনের মঙ্গলমানসে 'নলিনী-দলগত জলমিব' চঞ্চল জীবনকে জীর্ণবাসের ন্যায় বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম।

তারপর জননী-জন্মভূমি! তোমার ব্রজধামের নিভৃত নিকুঞ্জের কুঞ্জ-কুটীরে জীবনের জাহ্নবী-রূপিণী ব্রজেশ্বরী রাধারাণীকে সঙ্গে লইয়া আমিই একদিন মোহন-সাজে সজ্জিত হইয়া ব্রজকিশোর-রূপে বিশ্ব-বিমোহন বিনোদ-নিঃস্বনে বাঁশরী বাজাইতাম। তোমারই মঞ্জু-কুঞ্জে বিকশিত পুষ্প-পুঞ্জে আমারই ভ্রমর-গুঞ্জন, মুঞ্জরিত তরুরাজির অন্তরালে আমারই কোকিল-কূজন মানবের কর্ণ-কুহরে জীবন-জুড়ান, প্রাণ-মাতান সুরে ধ্বনিত হইতেছে। আর জাতীয় জীবনের নব জাগরণের শুভ-সুপ্রভাতে আমারই স্নেহ-ভাজন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন তোমার চরণাম্বুজে শ্রদ্ধার স্রক্-চন্দনের অঞ্জলি অর্পণ করিয়া 'মুরজমন্দ্রে' গাহিলে পর—

"সে দিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি,
বন্দিল সবে, 'জয়মা জননি' জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয়মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

(২)

ডাল্‌না।

(অন্তঃস্থ 'য' এর ঔদার্য্য)

কতিপয় বীর্য্যবান্ ও শৌর্য্যশালী যুবকের সহিত এক যোগে ব্যোমযানের সাহায্যে আমি গগন-পর্য্যটনে যাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলাম। কিন্তু এমন সময় কোন এক বন্ধু-প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, আপনাদের ন্যায় আচার্য্য-তুল্য শ্রদ্ধেয় সভ্য-মণ্ডলীর বহু ব্যক্তিই বর্গীয় 'জ' এর রচনা-মাধুর্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ন্যায্য পক্ষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার বিরুদ্ধে অন্যায্য কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইহা শুনিবামাত্র যুগলাশ্ব-যুক্ত যানে আরোহণ করিয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে ত্বরিত-গতিতে আপনাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনারা সকলেই যদি যোগীর ন্যায় স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক এই অযোগ্যের বাক্যে মনোযোগ করেন, তবে মাদৃশ ব্রহ্মচর্য্য-নিরত আর্য্যের হৃদয়ে শৌর্য্য, বীর্য্য ও ঔদার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। স্বীয় বর্ণনীয় বিষয় বিশদ্‌রূপে বর্ণনা করিয়া আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করা আমি বিধেয় ও শ্রেয় মনে করি না। সুতরাং

যথাসাধ্য সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয়ের কয়েকটী সার তথ্য ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইব।

বর্গীয় 'জ' ব্রজধামে ব্রজকিশোরের বামে ব্রজেশ্বর-রূপে বিরাজমান বলিয়া সাধু-সজ্জনের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু যদি দয়া করিয়া যথাযোগ্য মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে, সে রমণীয় মূর্ত্তি ত আমার যুগল-মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। শুনিলাম স্বীয় কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ কতিপয় কদর্য্য-চরিত্র যুবকের সহিত আমি ষড়যন্ত্র করিয়া দিবস-যামিনী যাপন করিতেছি। এমন কি—আমি নাকি সুযোগ বুঝিয়া বৈয়াকরণ-মহাশয়ের বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়ন-পূর্ব্বক আশ্রয়-ভিখারী হইয়াছি। নীচাশয় ব্যক্তির ন্যায় অসূয়া-পরতন্ত্র হইয়া এরূপ যাথার্থ্য-শূন্য অভিযোগ উত্থাপন করা ঘৃণনীয় কার্য্য কিনা, তাহা সাহিত্যাচার্য্য ও বিদ্যোৎসাহী যুবকগণের বিচার্য্য। যাহা হউক, এইরূপ হীনবীর্য্য ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রগল্‌ভতার প্রাচুর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আত্ম-মহিমা প্রকাশ যে ন্যায়-সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। তবে বলিয়া রাখি যে, আমার বক্তব্য বিষয়ে যুক্তির ছিটা-ফোটা ভিন্ন রচনা-সূর্য্যের কিরণচ্ছটা দেখিতে পাইবেন না।

বাঙ্গালা বানান-ক্ষেত্রে আমিত স্বয়ং ভগবান-স্বরূপ

অবস্থিত। ভগবান যেরূপ ব্রহ্মা-রূপে সৃষ্টি, বিষ্ণু-রূপে স্থিতি বা পালন এবং শিব-রূপে প্রলয় সংঘটন করিয়া স্বীয় সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্য ব্যক্ত করিতেছেন, আমিও তদ্রূপ বাঙ্গালা ভাষায় তিনরূপে লীলা-খেলা করিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমুদয় সম্প্রদায়ের নিকটই স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া রহিয়াছি। অন্তঃস্থ 'য' রূপে আমার সৃষ্টি, 'য' ফলারূপে আমার স্থিতি এবং অন্তঃস্থ 'য়' রূপে আমার প্রলয়-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া অনেকেই আমার পদারবিন্দে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে। পৃথিবীর আলোক-দাতা সূর্য্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া কদর্য্য চৌর্য্য-বৃত্তি পর্য্যন্ত অনেকানেক বিষয়েই আমার সৃষ্টি-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য দেখিতে পাইবেন। ধার্য্যে কার্য্যে, শৌর্য্যে বীর্য্যে, ধৈর্য্যে স্থৈর্য্যে, আর্য্যে আচার্য্যে, ন্যায্যে অন্যায্যে, গাম্ভীর্য্যে মাধুর্য্যে, ঔদার্য্যে কৌমার্য্যে, সাহায্যে সৌকর্য্যে, আনুচর্য্যে সাহচর্য্যে এমন কি—বামুন ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মচর্য্যেও আমার সৃষ্টি-চাতুর্য্যের প্রাচুর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। তারপর, আমি 'য' ফলারূপে অন্যান্য স্থল ব্যতীতও গণ্য-মান্য ব্যক্তি হইতে জঘন্য ও ঘৃণ্য মনুষ্যের বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে নিত্য সত্য-সত্যই অকথ্য রহস্যের সৃষ্টি করিয়া সহাস্য আস্যে অবস্থিতি করিতেছি। তাই, অদ্যাপি কর্ত্তব্যে ধর্ত্তব্যে,

হন্তব্যে গন্তব্যে, বক্তব্যে মন্তব্যে, আলস্যে সদস্যে, পার্থ্যে নাট্যে, গন্ধে পদ্যে, আদ্যে মধ্যে, সভ্যে ভব্যে, সত্যে পথ্যে, পণ্যে পুণ্যে, মান্যে শূন্যে, ধন্যে ধান্যে, বৈশ্যে শষ্যে, চর্ব্ব্যে চোষ্যে, শিষ্যে পোষ্যে, ভাগ্যে ভোগ্যে, শল্যে মাল্যে, চাপল্যে চাঞ্চল্যে, কার্পণ্যে লাবণ্যে, অরণ্যে শরণ্যে, পাণ্ডিত্যে সাহিত্যে—এমন কি পূর্ব্বোক্ত শৌর্য্য-বীর্য্য ইত্যাদিতেও আমি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে স্থিতি-শক্তির আধিপত্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্মরেণ্য ও বরেণ্য হইয়া রহিয়াছি। আর কোন সংস্কার-প্রয়াসী মূর্খ যুবক যদি আমার বিলয় ঘটাইতে চেষ্টা করে, তবে আমি অন্তঃস্থ 'য়' রূপে প্রলয়-মূর্ত্তি প্রকট করিয়া স্বীয় মহীয়সী শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি—প্রমত্ত প্রয়াসের তাড়নায় কেহ ঐরূপ আয়াস-সাধ্য ব্যাপারে স্বীয় শক্তি প্রয়োগ ও নিয়োগ করিলে, আমি 'বসিয়া,' 'শুইয়া,' 'খাইয়া,' 'দেখিয়া' ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া 'দিয়াছিলেন,' 'গিয়াছিলেন,' 'নিয়াছিলেন,' 'বুঝিয়াছিলেন', প্রভৃতি সমাপিকা ক্রিয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া গুলিকে 'ধরিয়া', 'মারিয়া,' 'কাটিয়া', 'চুষিয়া', পিষিয়া', 'ঘষিয়া,' ও নিষ্ক্রিয় করিয়া দয়ামায়া-শূন্য হইয়া হাসিয়া খেলিয়া প্রলয়-পয়োধির অতল-সলিলে ডুবাইয়া মারিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিব না।

বগায় 'জ' উপায়ান্তর না দেখিয়া কৌশলে ভেদ-নীতি অবলম্বন-পূর্ব্বক অন্তঃস্থ 'য়' ও 'য' ফলাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। এমন কি—সে পাদ-টীকায় অতি গোপনীয় ভাবে উহাদের সহিত প্রীতির হৈম-সূত্রে সংযুক্ত হইবার আশায় আকুল হৃদয়ের প্রণয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ প্রয়াসে আয়াস স্বীকার করা বর্গীয় 'জ' এর পক্ষে কি মূর্খতার পরিচায়ক নহে? কারণ উহারা উভয়েই আমার রূপান্তর মাত্র। রাধা-কৃষ্ণের যেরূপ প্রণয়, দেহ-শোণিতে যেরূপ সম্বন্ধ ও হর-পার্ব্বতীতে যেরূপ মিলন আমরা তিনটীও তদ্রূপ প্রেমের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সূত্রে সংযুক্ত আছি। এক কথায় বলিতে গেলে, বর্ণ-বিন্যাসের সুরম্য উদ্যানে যেন আমরা তিনটী যূথিকা-ফুল এক বৃন্তে ফুটিয়া উঠিয়া মলয়-হিল্লোলে বিশ্ব-ভুবনে সৌরভ-ধারা ছড়াইতেছি। যাহা হউক, আমাদের তিন জনের প্রভেদ ও বিচ্ছেদের কল্পনা যে একেবারেই গ্রহণীয় নহে, তাহা সাহিত্য-সেবী সুধী ব্যক্তিগণের নিকট ব্যক্ত করা বাহুল্য মাত্র।

GN 36189

আমি যে তিনরূপে লীলা-খেলা করিতেছি, তাহা পূর্ব্বেই যথাসম্ভব ব্যক্ত করিয়াছি। এইক্ষণ আমার প্রভাব-প্রতাপের আরও যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

আমারই মনোযোগের ফলে গঙ্গা-যমুনার সংযোগে প্রয়াগে এক চিরস্মরণীয় তীর্থক্ষেত্রের উদ্ভব হয় নাই কি ? স্নেহলতার আত্ম-দানের পর আমিই আধুনিক যুগের যুবকগণকে যৌতুক-গ্রহণে বিরত করিয়া বিংশবর্ষীয়া যুবতীর সহিতও পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়াছি। এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, থিয়েটারে গায়ক-রূপে বা নায়ক-নায়িকা-বেশে অভিনয় করিয়া টাকা পয়সা আয় করা আমি ন্যায়-সঙ্গত মনে করি না। আমারই উপদেশানুসারে সংযমের নিয়ম পালন-পূর্ব্বক যথোচিত উদ্যম ও মনোযোগ সহকারে ব্যায়াম করিলে সকলেই স্বাস্থ্য-সামর্থ্য লাভ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারেন। ভগবদ্গীতায় জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, বিভূতি যোগ প্রভৃতি অধ্যায়ে আমার উপদেশামৃতের আস্বাদ পাইয়া ম্রিয়মাণ ব্যক্তির হৃদয়েও চৈতন্যের সঞ্চার হয়। শুনিলে বোধ হয় অনেকেই ভয় পাইবেন যে, আমি যম-রূপে বলশালী যুবককে পর্য্যন্ত শমন-ভবনে প্রেরণ করিয়া থাকি। আমিইত যাদব-যদু-নন্দন-রূপে গলায় যূথিকার মালা পরিয়া যমুনার কদমতলায় যামিনী-যোগে প্রিয়াসনে কেলি করিতাম। তারপর 'যোগের' সহিত আমাকে যুক্ত দেখিয়া প্রয়োগে নিয়োগে যেন আমাকে বিয়োগ না করেন। আর অনুগ্রহ করিয়া

তালাস করিলে কলিকাতার রাস্তায় গোয়ালা, কয়লাওয়ালা ও অন্যান্য ফেরিওয়ালার সহিতও আমাকে দেখিতে পাইবেন। এতদ্ব্যতীত যোগমায়ার দয়ায়, অযোধ্যার সীতায়, কায়ার ছায়ায়, সম্রাটের মৃগয়ায়, কাঠুরিয়ার বোঝায়, সঞ্চয়ের অপচয়ে, হিমালয়ের দেবালয়ে, পরিণয়ের প্রণয়ে, সদয়ে নির্দ্দয়ে, বিদায়ে আদায়ে, অক্ষয়ে অব্যয়ে, যাগে যোগে, বিয়োগে প্রয়োগে, সংযোগে নিয়োগে, নয়ন-বয়ানে, যামিনী-যাপনে এমন কি——মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায় মহাশয়ের তনয়ের সদয় ব্যবহারে আমি অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছি।

সদাশয় ভদ্রমহোদয়গণ! যথাযোগ্য বর্ণনা-বৈচিত্র্য-সংযোগে আপন মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছি। এইক্ষণ স্বীয় ঔদার্য্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক বক্তব্য বিষয় সমাপ্ত করিতেছি। বঙ্গীয় ভাষা-জননীর অর্চ্চনা-মন্দির হইতে বগায় 'জ' কে বিতাড়িত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। সত্য বলিতে কি, ঐরূপ নীচতা-মূলক উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে কখনও আমি কোন যুবকের সহিত ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত হই নাই। পরন্তু কোন কোন স্থলে আমি উহাকে আশ্রয়-দান করিয়া আমার সহিত মিলন-সূত্রে সংযুক্ত হইবার যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছি। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে

বর্গীয় 'জ' এর কোন আধিপত্য না থাকিলেও, বাণিজ্য-রাজ্য হইতে আমি অদ্যাপি তাহাকে বহিষ্কৃত করি নাই। আমারই সূর্য্য-দেবের জ্যোতিঃ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া অন্ধ-তামসে চির-নিমগ্ন করা আমি বিধেয় ও যুক্তি-যুক্ত মনে করিনা। মৃত্যুঞ্জয়, ধনঞ্জয়, জয়দুর্গা ও জয়া-বিজয়ার ভজনালয়ে অর্চ্চনার আয়োজনে আমিই প্রয়োজন মত তাহাকে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছি। এমন কি ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী নগরেও আমি তাহাকে স্থান দান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করি নাই। আর আমারই দয়া-মায়ার ফলে সকলে অদ্যাপি বিজয়ী সৈন্যের জয়-ঢাকে ও বিজয়-বৈজয়ন্তীতে বর্গীয় 'জ' এর ঔজ্জ্বল্য জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইবেন। তারপর যাগ-যজ্ঞে, যম-জ্বালায়, জল-যোগে, জল-যানে, যুদ্ধ-জাহাজে ও অজা-যুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধ ভাব তিরোহিত হইয়া যে যুগল-মিলন হইয়াছে তাহাও আমার ঔদার্য্যের পরিচায়ক। আমার এই প্রকার প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা করিয়া কেহ যদি আমার ঔদার্য্য স্বীকার্য্য মনে না করেন, তবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই দীন-হীন অযোগ্য ব্যক্তির দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায় ? *

---

* এই পর্য্যন্ত 'নব্যভারতে' প্রকাশিত।

(৩)

ভাজা।

(মূর্দ্ধন্য 'ণ' এর ঘোষণা-পত্র)

গুণিগণ! একদিন যখন তরুণ অরুণ শোণিত-বর্ণে প্রাচী-ললাট রঞ্জিত করিয়া হিরণ-কিরণে ধরণী উদ্ভাসিত করিল, তখন কে আসিয়া আমার আবরণ ফেলিয়া দিল। সেই কারণ আমার প্রথম জাগরণ হইল। আমার বেশ স্মরণ আছে, ভীষণ রাবণ-সদৃশ দন্ত্য 'ন' আমাকে তটিনী-স্রোতে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিল। কে আমার মরণ বারণ করিয়া চরণে গ্রহণ করিল, তাহা জানি না। যিনি আমার শত্রুকে আক্রমণ ও বহিষ্করণ করিয়া তাহার ভীষণ ভক্ষণ হইতে রক্ষণ করিয়াছেন এবং চিত্তহরণ সুবর্ণ আভরণে আমাকে সুশোভিত করিয়াছেন, তিনি আমার মনোমন্দিরে অনাথ-শরণ, বিপদ-বারণ নারায়ণ-রূপে অধিষ্ঠিত। রামায়ণের রাম যেমন বিভীষণ লক্ষ্মণ প্রভৃতির সাহায্যে স্বীয় প্রণয়িনী ও সহধর্ম্মিণী সীতা-দেবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তেম্‌নি ইনিও বৈয়াকরণের সহায়তায় দন্ত্য 'ন' এর আবেষ্টন হইতে আমাকে হস্ত-প্রসারণ-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন। ক্ষুদ্র-পর্ণ-কুটীর-বাসী আমি—এ

ক্ষীণ শক্তি লইয়া শীর্ণ-কলেবরে ও জীর্ণ-মুখে সে করুণ গাথা পূর্ণভাবে বর্ণন করিতে পারিনা। ইনি কি আর্য্যগণের পুরাণে বর্ণিত কোন দেবতা, না বীণা-পাণি বাণী তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? ইনি বাণী হউন, রাণী হউন, তারিণী হউন, ধারিণী হউন, ব্রাহ্মণী হউন বা অরুণ হউন, বরুণ হউন, ইঁহাকে আমি প্রণাম করি। ইনিই আমার ক্ষেপণী-স্বরূপ——ইঁহারই কৃপায় আমি তরঙ্গিণী প্রবাহিণী তরণী-যোগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। কেবল কি তাই? ইনি আমার অধিরোহণী-স্বরূপ। ইঁহারই সাহায্যে আমি পর্ব্বত-প্রমাণ প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ ও তথা হইতে ধরণী-প্রাঙ্গণে অবতরণ করিয়াছি। ইঁহার গুণপণার উদাহরণ আরও অনেক আছে। দন্ত্য 'ন' এর নিষ্পেষণে, শোষণে, ঘর্ষণে, কর্ষণে আমি যখন নিরাভরণা হইয়া কাঁদিতে ছিলাম, আমার বেশ স্মরণ হয়——তখন ইনিই সাদর-সম্ভাষণে আমার অন্তঃকরণ হরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং শ্রাবণের বারি-ধারার ন্যায় আমার শিরে করুণা-ধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন। আমি ইঁহার শক্তির স্ফুরণ নিরীক্ষণ করিয়া ইঁহাকে বিপদ-বারিণী ত্রিতাপ-হারিণী নিস্তারিণী দেবী-রূপে বরণ করিয়া লইয়াছি। ইঁহার চরণে শরণ লইয়াছি বলিয়াই শত্রুর আক্রমণ ও বহিষ্করণ হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

দেবীর করুণা-কণা লাভ করিয়াছি বলিয়াই আজ আমি অপ্রতিহত গতিতে রণ-বিজয়ী বীরের ন্যায় শাণিত কৃপাণ হস্তে বিষাণ বাজাইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছি। বলিতে কি—নির্ঝরিণীর কল্লোলে, সমীরণের হিল্লোলে, গৃহিণীর প্রণয়-সম্ভাষণে, সভাপতির অভিভাষণে, কোকিলের কলকণ্ঠে, শূলপাণির প্রহরণে, রমণীর কুণ্ডলে, কঙ্কণে, তূণে, বাণে, তোরণে আমারই অধিকার বজায় রহিয়াছে। আর দাক্ষিণাত্যে, দণ্ডকারণ্যে, নৈমিষারণ্যে, ইংলণ্ডে, লণ্ডনে, ভূমণ্ডলে——এমন কি জার্ম্মাণীর শোণিত-প্লাবিত ভীষণ রণ-প্রাঙ্গণে আমিই সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ভ্রমণ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত সিংহের শোণিত-পারণায়, বারণ-যূথের বৃংহণে, কৃপণের মণি-মাণিক্যে, পুস্তকের সংস্করণে, বর্ণমালার উচ্চারণে, রমণীর লাবণ্যে, বাণী-মণ্ডপে, বেণু-দণ্ডে, পাণি-গ্রহণে আপনারা সকলেই আমাকে গ্রহণ করিতেছেন। আর ফণীর ফণা-বিস্তারে, বীণাপাণির বীণা-ঝঙ্কারে, ব্রাহ্মণীর কবরী-ভূষণে, গৃহিণীর গুণপণায়, রাবণের মরণ-বাণে, কর্ণকুহরে, পর্ণকুটীরে, জীর্ণবস্ত্রে, শীর্ণ শরীরে, শ্রীকৃষ্ণের নূপুর-নিক্কণে——এমন কি বৈষ্ণবের বিষ্ণু-চরণে আমিই সগৌরবে বিরাজ করিতেছি।

বাণিজ্য-কুশল বণিকের পণ্য-বীথিকায়, মহাকবি বাল্মীকির পীযূষ-বর্ষিণী মনোহারিণী বীণায়, রাণী-মহারাণীর মণিমাণিক্য-খচিত চিত্তহরণ হিরণ্ময় আভরণে আমারই মিশ্রণের পরিচয় পাইবেন। তারপর কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে, সপ্তকাণ্ড রামায়ণে, পাণিনির ব্যাকরণে, কোরাণে, পুরাণে, এমন কি——কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে আমারই চমৎকারিণী শক্তির স্ফুরণ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। আর স্মরণ রাখিবেন——পৌর্ণমাসীর তরঙ্গিণী প্রবাহিণীর স্বচ্ছ সলিলে ও বিরহিণী রমণীর মনোদর্পণে আমারই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে। আমার দৃষ্টি-শক্তি তেমন তীক্ষ্ণ না হইলেও আমারই আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের সাহায্যে আমি অতি সহজে দূরস্থিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুও নিরীক্ষণ করিতে পারি। বৌদ্ধগণের 'নির্ব্বাণ মুক্তিতে', আর্য্যজাতির চান্দ্রায়ণ-ব্রতে, পুণ্যভূমি বারাণসীর মণিকর্ণিকায়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত চাণক্যের কূটমন্ত্রণায়, প্রাতঃ-স্মরণীয়া রাণী রাসমণির দয়া-দাক্ষিণ্যে, সূর্য্যগ্রহণে ও চন্দ্রগ্রহণে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে——এমন কি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণে ও বেদের 'প্রণব' উচ্চারণে ধর্ম্ম-প্রাণ মহাত্মাগণ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকেই স্মরণ করিয়া থাকেন। তারপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে, প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে, লণ্ড-ভণ্ডে, খণ্ড-

খিখণ্ডে, দণ্ড-মুণ্ডে, ভক্তি-ভাণ্ডে, গল-গণ্ডে, হংস-অণ্ডে, হস্তি-শুণ্ডে, অগ্নিকুণ্ডে, লঙ্কাকাণ্ডে, পিতৃপিণ্ডে, দোর্দ্দণ্ডে, কোদণ্ডে, 'কপালকুণ্ডলায়', তীর্থ-পাণ্ডায়, বাগবিতণ্ডায়, ষণ্ডা-গুণ্ডায়, চূর্ণ-তণ্ডুলে, ধরণী-মণ্ডলে ও অখণ্ড মণ্ডলাকারে আমাকেই চরাচরে সচরাচর ব্যাপ্ত দেখিতে পাইবেন।

আর অনেকেই আমার মহামূল্য 'মণির' সহিত অকিঞ্চিৎকর 'কাঞ্চনের' সংযোগ করিয়া উপমা দিতে বড় ভালবাসেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, উপমা-ক্ষেত্রে 'মণিকাঞ্চন সংযোগ' গ্রহণীয় হইলেও বর্ণ-বিন্যাসের সংকীর্ণ গণ্ডিতে ঐরূপ একীকরণ সুদূর-পরাহত। বিশেষতঃ আমি মণিরূপে ফণীর শিরোদেশে শোভিত হইয়া ভূগর্ভস্থ খনির কাঞ্চনের সহিত সংযুক্ত হইতে অভিলাষী নহি।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কোন কোন লেখক আমার সম্পূর্ণ অগোচরে ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, শর্ব্বাণী প্রভৃতির সহিত ঘৃণিতা 'শূদ্রাণী'কেও (?) এক শ্রেণীতে স্থান দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বৈয়াকরণের লিঙ্গ-নির্ণয়-প্রকরণে 'শূদ্রাণী' যে একেবারে গ্রহণীয়া নহে, তাহা তাঁহারা জানেন কিনা বলিতে পারি না। আমাকে রক্ষণশীলই বলুন, আর সঙ্কীর্ণ-চেতাই বলুন, আমি কখনও এরূপ উৎকট উদারতা-মূলক আচরণ গ্রহণ করিতে পারিব না। পরন্তু আমি প্রকাশ্য

ঘোষণা দ্বারা জানাইতেছি যে, রণ-নিপুণ বৈয়াকরণ-বীরের সাহায্যে ব্যাকরণ-রূপ তূণ হইতে সূত্র-রূপ বাণ লইয়া শূর্পণখার ন্যায় নাসা-কর্ণ ছেদন-পূর্ব্বক 'শূদ্রাণীকে' খণ্ড-বিখণ্ড ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব। আমার রোষ-পূর্ণ ঘোষণা-পত্র পাঠ করিয়া হয়ত অনেকেই আমার সম্বন্ধে নীচ-ধারণা পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু আমার করুণা-পূর্ণ বিবরণ শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমার অন্তঃকরণ বস্তুতই দয়া-দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ। আমার করুণাময়ী মাতৃ-ঠাকুরাণীর আদেশে আমি অনেক অন্তঃপুরচারিণী নিরাশ্রয়া বিধবার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছি। আর আমার বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা বীণাপাণি দেবীর সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়াও আমি প্রতিমাসে বারাণসীতে তাঁহার ভরণ-পোষণ বাবত রীতিমত সাহায্য প্রেরণ করিয়া থাকি। আশা করি সহৃদয় মহাত্মাগণ আমার সাগর-প্রমাণ অন্তঃ-করণের করুণা-কণার ক্ষুদ্র বিবরণী শ্রবণ করিয়া আমাকে চরণে গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতার্থ করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।

(৪)

ডা'ল।

(দন্ত্য 'ন' এর নিবেদন)*

বন্ধুবৃন্দ! আমি দশাননের মত ভয়ানক মূর্ত্তি ধরিয়া মূর্দ্ধন্য 'ণ' কে স্রোতস্বিনী তটিনীর অতল জলে বিসর্জ্জন করিতে যত্নপর হইয়াছিলাম বলিয়া আমার নামে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে। আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সম্বন্ধে সে নিঃসঙ্কোচে কত দুর্নাম রটনা করিতেছে,তাহা রচনায় প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। আমি তাহাকে নিষ্ঠুরের ন্যায় নদীর নিম্নতম গর্ভে বিসর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিলাম—— ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন আছে কিনা জানি না। তিনি তাঁহার মোহিনী লেখনী ও শক্তি-শালিনী বাক্য-বাহিনী লইয়া আমার ন্যায় দীন-হীনকে দমন ও শাসন করিবার জন্য যে অভিযানের আয়োজন করিয়াছেন, তাহা নীচতার নিদর্শন নহে কি? আমি কিন্তু বহুদিন হইতে বানানের মিলন-

---

* 'ণ' ও 'ন' 'বিজয়াতে' প্রকাশিত হইয়াছে।

মন্দিরে তাঁহাকে সরল-মনে সস্নেহে আহ্বান করিয়াছি। আমি কতবার অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিয়াছি যে, আমাদের দৈহিক গঠনে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য বিদ্যমান ; সুতরাং কেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন হইয়া হীন-শক্তি হইয়া পড়িতেছি ? বিদ্বজ্জন-সমাজেও আমাদের এই মিলন-সমস্যার নানাভাবে আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উদারতার অভাবে কেহ কেহ আমাদের মিলনের পরিপন্থী। আমরা উভয়ে যদি দ্বন্দ্ব ভুলিয়া অভিন্ন-হৃদয়ে মঙ্গল-মিলনের কনক-সূত্রে গ্রথিত হইতাম, তবে নিশ্চয় বৈয়াকরণের নাগ-পাশ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া প্রনষ্ট স্বাধীনতা-রত্নের পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইতাম।

আমার উপর মূর্দ্ধন্য 'ণ' কত বিচিত্র বিধানের ব্যবস্থা করিয়া স্থান-বিশেষে আমার স্বরূপ নষ্ট করিয়াছে। 'ঋ' 'র' ও 'ষ' নামে মূর্দ্ধন্য 'ণ' এর কয়েকটী অনুগত অনুচর আছে। ইহাদের পরে মূর্দ্ধন্য 'ণ' আমার উপবেশন করিবার অধিকারটুকুও বিনাশ করিয়াছে। উহাদের পরে অনেক স্থলেই মূর্দ্ধন্য 'ণ' নির্লজ্জের ন্যায় আমার স্থান অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু সকলেই যে অবনত-শিরে এ অন্যায় বিধান প্রচলনের সমর্থন করিতেছে, এমন নহে। অবশ্য সমস্ত 'স্বর' গুলি আর 'ক' এরা পাঁচজন ও হীনাকৃতি

নিমকহারাম অনুস্বার (ং) * ভায়া আমার বিরোধী। কিন্তু 'ক' ও 'প' ইহারা দশজন ও অন্তঃস্থ-বংশোদ্ভব 'য' 'ব' 'হ' এই তিনজন ভিন্ন আর সমুদয় ব্যঞ্জনই আমার মনোরঞ্জন করিতেছে। তাই এত বিধান-বৈচিত্র্যের মধ্যেও আমি তর্জ্জনে গর্জ্জনে, অর্জ্জনে বর্জ্জনে এখনও 'খোস্ মেজাজে বাহাল্ তবিয়তে' বিরাজমান। নন্দ-নন্দনের সুদর্শন ও অর্জ্জুনের ধনুক ত এখনও আমারই হাতে। মূর্দ্ধন্য 'ণ' এর মত আমি বণিকের পণ্য-বীথিকায় বা বিপণি-শ্রেণীতে নাই সত্য ; কিন্তু ধনীর ধনাগারের যত্ন-সঞ্চিত রত্ন এখনও আমার অধিকারে আছে। তবে মনে রাখিবেন মণি-মাণিক্য আমার হস্ত-চ্যুত হইয়াছে। মহামুনি বাল্মীকির বীণা আমার কর-কমলে শোভা পায় না বটে ; কিন্তু তার বিশ্ব-বিমোহন বিনোদ নিঃস্বনে আমিই মানব-মন মোহিত করিয়া তুলি। দাম্পত্য জীবনের মান-অভিমানে, অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু-যুগলের মঙ্গল-মিলনে, লজ্জাবনতা বালিকা-বধূর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে——এমন কি অভিমানিনী রাধিকার

---

* 'অনুস্বার' আমারই অন্নে পুষ্ট হইয়া আমার পরম শত্রু মূর্দ্ধন্য 'ণ' এর পক্ষ সমর্থন করিয়াছে বলিয়া নিমকহারাম বলিলাম। অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন মূর্দ্ধন্য 'ণ' ও আমার অন্নে প্রতিপালিত।

শ্রীদন্ত্য'ন' মোহন ব্যঞ্জন।

মান-ভঞ্জনেও আমি মধুর আনন্দ-রসের সঞ্চার করিয়া থাকি। তারপর আমি শ্রীচৈতন্য-রূপে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বপ্রথম ন'দে-শান্তিপুরে হরি-সংকীর্ত্তন প্রচলন ও প্রবর্ত্তন করিয়া ভক্ত-মহাজন ও সাধু-সজ্জনের হৃদয়-মন প্রেম-ভক্তির মন্দাকিনী-প্রবাহে প্লাবিত করিয়াছিলাম। আর মনে পড়ে——সুদূর অতীতের কত জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বৃন্দা-বনের কালিন্দী-তটে যশোদার যাদু-বাছাধন নন্দ-নন্দন-রূপে, আমিই পীত-বসন পরিধান করিয়া বংশী-বাদনে রাধা-বিনোদিনীকে পাগলিনী করিয়া তুলিতাম।

জার্ম্মাণীর ভীষণ আক্রমণ ভয়ে দাক্ষিণাত্যে ও দণ্ড-কারণ্যে আমার রাষ্ট্রীয় অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে সত্য; কিন্তু বলিতে আনন্দ হয় যে, এখনও বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে, পাটনায়, রাজনগরে, রাজপুতনায়, সুন্দরবনে, নীলগিরি শৈলে, চন্দ্রনাথে ও সুদূর চীন-জাপানে এ দীন-হীনের আধি-পত্যই অব্যাহত রহিয়াছে। তারপর মুনি-ঋষির তপোবনে, পুষ্পোদ্যানে, যমুনা-পুলিনে, গহন-কাননে, বিজন-বিপিনে—এমন কি দিগন্ত-বিস্তৃত শ্মশানে আমাকে নীরব নিশীথে যোগাসনে ধ্যান-স্তিমিত-লোচনে সমাসীন দেখিতে পাইবেন।

মনন, চিন্তন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আমিই ভগবানের উপাসনা ও আরাধনা করিয়া থাকি। এমন কি দেব-

মন্দিরের সন্ধ্যারতির ধূপ-ধূনা ও ফুল-চন্দন হইতে আমারই গন্ধ সাধু-সজ্জনের নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া হৃদয়-মন আমোদিত করে। এতদ্ব্যতীত সুরধুনীর কল-কল-নাদে, শিশুর রোদনে ক্রন্দনে, নন্দনের মন্দার-প্রসূনে, বনমালীর পীত-বসনে, শ্যাম-নটবরের "চন্দন-চর্চ্চিত নীল কলেবরে," সাধকের সাধনায়, ভাবুকের ভাবনায়, ভক্তের অর্চ্চনায়, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় আমারই নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। তারপর কামিনী-ভামিনীর সম্মিলনে, লতা-বিতানে, শিখিনীর নর্ত্তনে, গহন কাননে, মোহন আননে, শয়নে স্বপনে, ইন্ধনে রন্ধনে, অশনে বসনে, ধ্যানে জ্ঞানে, মানে সম্মানে, সন্ধানে বন্ধানে, রাজীব-লোচনে, নলিন-নয়নে, শমন-দমনে——এমন কি দ্যুলোকের নন্দন-কাননেও আমি সগৌরবে অধিষ্ঠান করিতেছি।

বঙ্গ-ভারতীর কাব্য-কাননে, সাহিত্যের নন্দন-বনে আমারই কনক-আসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রামমোহন, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, দীনবন্ধু, দীনেশচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন, রামেন্দ্রসুন্দর ও নবীন সেনে আমিই সসম্মানে বর্ত্তমান আছি। এমন কি রবীন্দ্র-নাথের 'শান্তি-নিকেতনে' মনীষী জগদানন্দ প্রমুখ বৈজ্ঞা-নিকেরাও আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মান-সূচক

আসন দান করিয়াছেন। শারীর-বিজ্ঞান-বিদের মধ্যে ডাক্তার নীলরতন ও কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ-নগেন্দ্রনাথ এবং রাসায়নিকের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র ও পঞ্চাননের সহিতও আমি বন্ধুত্বের অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বদ্ধ আছি।

'মেঘনাদবধের' মধুসূদনের 'মধুহীন করো না গো তব মন-কোকনদে' ও জহ্নু-কন্যা গঙ্গার কল-কল-নাদে আমারই শ্রুতি-মধুর নিনাদে আপনাদের অবসন্ন মনের নিরানন্দ-ভাব দূরীভূত হয় নাই কি? বিদ্যাবতী ললনাকুলের মধ্যে অনেকানেকের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। 'কনকাঞ্জলির' মানকুমারী, 'সিন্ধুগাথার' 'স্বদেশিনী' গিরীন্দ্রমোহিনী, 'শিখের বলিদানের' কুমুদিনী, ৺কেদারনাথ রায়ের পত্নী কামিনী রায়, ৺অঘোর নাথের কন্যা সরোজিনী নায়ডু, সত্যেন্দ্র নাথের দুহিতা ইন্দিরা দেবী, উপন্যাস-লেখিকা নিরূপমা ও অনুরূপা প্রভৃতি বিদুষী ললনার সহিত আমার বেশ জানা-শুনা আছে। স্বর্ণকুমারীর সহিত আমার পরিচয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার পরলোক-গত পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও পূজনীয় পতি ৺ জানকীনাথের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। আর তাঁহার রচিত 'স্নেহলতা', 'নব কাহিনী', 'ক'নে বদল' ও 'ছিন্ন মুকুলে' আমারই সুগন্ধি ফুলের গন্ধে আমোদিত হইবেন। সরলা দেবীর সহিত

ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের সূত্র অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিলাম না ; কিন্তু তাঁহার 'শত গানের' মোহন তানে আমি গোপনে মিশিয়া গিয়াছি। আর বিদ্যাপতির পুত্রবধূ বাগ্‌বাদিনীর বর-কন্যা আমারই অনুগৃহীতা চন্দ্রকলা-নাম্নী প্রতিভাশালিনী নারী-কবির লেখনী-নিঃসৃত——

"স্নিগ্ধ কুঞ্চিত কোমলং কচ গণ্ডমণ্ডিত কোমলং।
অধর বিম্ব সমান সুন্দর শরদ চন্দ্র নিভাননং॥"

প্রভৃতি অমৃত-মধুর, মনোরম পদাবলীতে আমি মোহন ঝঙ্কারে মানব-মন মোহিত করিয়া তুলি।

কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারের ধনে মানে—এমন কি নামে পর্য্যন্ত আমি বিদ্যমান আছি। প্রিন্‌স্ দ্বারকানাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, মনীষী জ্যোতিরীন্দ্রনাথ, সিবিলিয়ান্ সত্যেন্দ্রনাথ, চিত্র-বিজ্ঞান-বিদ্ অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও তস্য তনয় রথীন্দ্রনাথের সাথে আমি হাতে নাতে ধরা পড়িয়াছি। বাবু-ভায়ার ফ্যাসানে ও 'মিন্‌সের মুখে আগুনে' আমাকে দেদীপ্যমান দেখিতে পাইবেন। আর মুকুন্দ-মুরারি, গিরি-গোবর্দ্ধনধারী, বংশীবদন, মদনমোহন, বৃন্দাবন-ধন, যশোদা-নন্দন, রাধিকা-জীবন, পতিত-পাবন, বিঘ্ন-বিনাশন, দানব-দলন, গোপী-জন-মনোমোহন, গোবিন্দ-

গোপাল, নন্দদুলালে আমারই লীলা-খেলার নিদর্শন পাইলে ভক্ত-মহাজন হইতে অতি দীনহীন অভাজন জনও ভাবা-বেশে বাষ্প-বারি বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে। 'ধন-ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরার' মাঝখানে আমিই মাতৃ-ভক্ত সন্তানের ন্যায় মৃন্ময়ী জন্মভূমিকে চিন্ময়ী জ্ঞানে ধ্যান করিয়া থাকি। তদনন্তর ভাস্করানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, মৌনী বাবা, গুরু নানক, সনাতন গোস্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, রঘুনাথ দাস, যবন হরিদাস, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রামমোহন ও বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাল্না-নিবাসী সাধক কমলাকান্ত পর্য্যন্ত অনেকানেক সাধু-সন্ন্যাসীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া আমি আপন জীবন ধন্য করিয়াছি।

অতঃপর হিন্দুর ব্রতপালনে, মস্তক-মুণ্ডনে, সন্ধ্যা আহ্নিকে, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে, ইন্দ্রিয়-দমনে ও মৌনাবলম্বনে নিরন্তর নিত্য-নিরঞ্জন ভগবানে, আমিই তন্ময়-চিত্তে বিলীন হইতে যত্নপর হই। আর ডারুইনের "বিবর্ত্তন-বাদে," আভীর-কন্যার গো-দোহনে, দুগ্ধফেননিভ শয়নে, মহসিনের দান-ধ্যানে, উপমন্যুর উপাখ্যানে, বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে, আন্দামানের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে, জাহ্নবী-যমুনার নির্ম্মল ধারায়, হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ায়,

প্রাক্তনের কর্ম্মফলে, নোয়াখালীর নারিকেলে, যবনিকা-পতনে, পট-পরিবর্ত্তনে, যৌন-নির্ব্বাচনে, ভ্রমাপনোদনে, প্রবাদ-প্রবচনে, নিয়ম-প্রচলনে, তটিনী-পুলিনে, বেতন-কর্ত্তনে, অধ্যয়ন-অধ্যাপনে, পঠন-পাঠনে, উত্থান-পতনে, আদান-প্রদানে, নূতন-পুরাতনে, প্রাচীন-নবীনে, আইন-কানুনে, 'আসুন বসুনে,' আদর-আপ্যায়নে, ইডেন্ গার্ডেনে——এমন কি মহামূল্য কোহিনুর ও ময়ূর-সিংহাসনে আমার নিদর্শন বিদ্যমান দেখিয়া সকলেই আনন্দ অনুভব করিবেন। তারপর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন প্রাবৃট-গগনের অবিশ্রান্ত অশনি-গর্জ্জনে, চঞ্চলা সৌদামিনীর বিকট বিলসনে ও ভীম প্রভঞ্জনের উন্মত্ত নর্ত্তনে আমারই বিশ্ব-বিনাশিনী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির নিদর্শন পাইবেন। আর 'কান্ত' কবি রজনীকান্তের অমৃত-নিষ্যন্দিনী লেখনী-নিঃসৃত "অনল-অনিলে, চির-নভোনীলে, ভূধর-সলিলে, গহনে"ও আমি শান্তি-শীতল ত্রিধারা সেচন করিয়াছিলাম।

"ফাল্গুনে গগনে ফেনে" আমি একচ্ছত্র সম্রাট-রূপে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া থাকি। ঐ ত্রিলোকে আমার একাধিপত্য দর্শনে ভীত হইয়া আমারই মনস্তুষ্টি-বিধানের জন্য স্বার্থপর বৈয়াকরণেরা নীরদ-নির্ঘোষে বলিয়াছেন :—"ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি

বর্ব্বরাঃ”। এ স্তোক-বাক্যে ‘ভবি ভুলিবার নয়’। অবশ্য আমার জ্ঞাতি-ভ্রাতা মূর্দ্ধন্য ‘ণ’ আমার শিরে ভীষণ বাক্য-বাণ বর্ষণ করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন—এমন কি সুযোগ বুঝিয়া শাণিত-কৃপাণ-হস্তে বিষাণ বাজাইয়া রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেও ছাড়েন নাই। আমি কিন্তু এখনও “নির্ব্বাত নিকম্পমিব প্রদীপম্”। এত উৎপীড়ন-নিপীড়ন, লাঞ্ছনা-যাতনা, অপমান-অসম্মানের পরও আমি তাহাকে সহাস্য-আননে বানানের মিলন-মন্দিরে আহ্বান করিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি। সুধীবৃন্দ! আপনারা অনুগ্রহ-প্রদর্শনে যদি এই দীন-হীনের আবেদন অবধান-পূর্ব্বক অবলোকন করেন ও বাঙ্গালা বানানের দিগন্ত-বিস্তৃত ক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের বহুকাল-স্থায়ী দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করিয়া দেন, তবে আমি কৃতার্থ হইব। আমি সরল মনে “অচল নামা” লিখিয়া দিতেও নারাজ নই। আমার বিসর্জ্জন কি বর্জ্জন যাহাই হউক, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র বেদনা বা যাতনা অনুভব করিব না। আমার বিসর্জ্জনে যদি জন-সমাজের জ্ঞানার্জ্জন সুকর ও সুলভ হয় তবে তাহাতেই আমি নিজকে কৃতার্থ ও ধন্য জ্ঞান করিব। *

---

* ৯ই জ্যৈষ্ঠ ‘ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনে’ যখন এই প্রবন্ধ পঠিত হইতেছিল, তখন ভক্তিভাজন শিক্ষাগুরু অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের অনুগ্রহে দন্ত্য ‘ন’ বুঝিলেন যে, তিনি সম্মিলনের নায়ক দেবীপ্রসন্নেও প্রসন্ন আননে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তবে কুঞ্জবাবু মনে রাখিবেন যে, দন্ত্য ‘ন’ বারদির প্রসিদ্ধ নাগ-বংশের আদিপুরুষ-রূপেও অদ্য পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছেন। লেখক—

(৫)

আলুবক্‌রার টক্‌।

(মূর্দ্ধন্য 'ষ' এর বর্ণনা-বৈচিত্র্য)

একদিন প্রত্যূষে বঙ্গভাষা-জননীর অভিষেক উপলক্ষে কয়েকজন ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌ মনীষী অপরাপর বর্ণমালার সহিত আমাকেও একটী কাষ্ঠ-মঞ্জুষায় পূরিয়া বাঙ্গালার পরিষদ্‌-মন্দিরে আনিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তালক-বদ্ধ কাষ্ঠ-মঞ্জুষা হইতে নিমেষে মুক্ত হইয়া যখন চক্ষু উন্মীলন করিলাম, তখন দেখিলাম—কত দেবর্ষি, মনীষী, বিদুষী, এমন কি রাজ-মহিষী পর্য্যন্ত ভাষা-জননীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য হৃষ্ট-চিত্তে তথায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। পরিষদ্‌-মন্দিরের শষ্পাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের অনতি-দূরে পুষ্প-মালা-বিভূষিত তোরণ-দ্বারে কয়েকজন হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ পুরুষ যষ্টি হাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিরক্ষর কৃষক ও মূর্খ মনুষ্যকে তাহারা প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইতে নিষেধ করিতেছে। এই সকল ভীষণকায়, বৃষস্কন্ধ ও উষ্ণীষধারী পুরুষের রোষ-কষায়িত চক্ষু দেখিয়া নিরক্ষর কৃষকেরা কম্পিত-কলেবরে কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

ভাষা-জননীর পরিষদ-মন্দিরে মনীষীরা বিদ্বানে ও মূর্খে, ধনবানে ও কৃষকে এত বৈষম্য-ভাব পোষণ করিতেছেন দেখিয়া আমি বিশেষ কষ্ট পাইলাম। আমি তখনই নীরদ-নির্ঘোষে আমার ক্লিষ্ট-হৃদয়ের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলাম। রোষের সহিত তাহাদের দোষ ঘোষণা করিয়া বলিলাম যে, 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' করাই মনুষ্যত্ব ও পুরুষত্বের উৎকর্ষ-সাধনের উৎকৃষ্ট উপায়। যাহা হউক, ক্ষণকাল পরে কয়েকজন বর্ষীয়ান মনীষী ও বিদুষী মহিষী সাদর-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক আমার সন্তোষ-বিধান করিতে চেষ্টা করিলেন। শিষ্ট মনীষিগণের মিষ্ট বাক্যে আমার রুষ্ট চিত্ত তুষ্ট হইল না। কেননা সেই ভ্রষ্ট-চরিত্র, নষ্ট-বুদ্ধি পাপিষ্ঠ ও দুষ্টগণের দ্বারা নির্দ্দোষ কৃষকগণের বহিষ্কারের চিত্র বারংবার আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইতে লাগিল।

এইরূপে কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে, দেখিলাম——— আমাদের তিন জনের (শ, ষ, স) উচ্চারণ লইয়া ভাষা-তত্ত্ব-বিদ্ মনীষী ও বিদ্যাবতী বিদুষীদের মধ্যে বিষম গোল-যোগের সৃষ্টি হইয়াছে। দেব-ভাষায় আমাদের উচ্চারণ-গত যে বৈষম্য বিদ্যমান ছিল, বঙ্গীয় মনীষি-গণ তাহা দূর করিয়া দিলেন। আকারে ও অবয়বে আমাদের ঈষৎ বা আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন হইল বটে; কিন্তু উচ্চারণ-ক্ষেত্রে

তাঁহারা আমাদিগকে একাকার করিয়া দিলেন। এইরূপ 'একাকার' করিয়া মনীষিগণ মনীষার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিলেন কিনা বলিতে পারি না——তবে ইহা দ্বারা তাঁহারা জাতি-ভেদ বা বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্বেষ-ভাব ঘোষণা করিলেন বটে। এইরূপ ব্যবস্থা-বৈচিত্র্যের বিষময় ফলে মনীষিগণের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল এবং আমাদিগের উভয়ের অন্তঃকরণে ঈর্ষ্যা-দ্বেষের হলাহল প্রবিষ্ট হইল।

তালব্য 'শ' অনেকটা মাতব্বরের পদেই উপবিষ্ট রহিল। তাই উহাকে নিয়া আমাদের তেমন কোন রেষা-রেষি চলিল না। কিন্তু দন্ত্য 'স' এর সাথে আমার ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ অশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পৌরুষের সহিত বলিতে পারি 'আমি একেবারে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক'। 'যত দোষ ঐ নন্দঘোষেরই'। ঐ দন্ত্য 'স' রূপী নন্দঘোষ এক দিন কি জানি কাহার সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়া দুষ্ট পাষণ্ডের ন্যায় আমার কোমল বক্ষ পাষাণ-পেষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর একদিন প্রদোষে ষোল জন নষ্ট-চরিত্র ও ভ্রষ্ট-প্রকৃতি বলিষ্ঠ ও পাপিষ্ঠকে লইয়া আমাকে পুরীষ-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া আপন অভিলাষ পূর্ণ করিতেও চেষ্টিত হইয়াছিল। তদবধি শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণেরা 'ষত্ব বিধান' রূপ 'বিষস্য বিষমৌষধম্' এর ব্যবস্থা

করিয়া ভীষণ দন্ত্য 'স' এর শোষণ, পেষণ, ঘর্ষণ ও বহিষ্করণ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। তাই আমি প্রত্যূষে, প্রদোষে, বজ্র-নির্ঘোষে দেবর্ষি-তুল্য পূজনীয় বৈয়াকরণের গুণ-পণা ঘোষণা করি।

ইঁহাদের অশেষ করুণা লাভ করিয়াছি বলিয়াই অদ্যাপি আমি দোষে রোষে, হর্ষে বিমর্ষে, শষ্পে পুষ্পে, নিষাদে বিষাদে, জ্যেষ্ঠে কনিষ্ঠে, উৎকর্ষে অপকর্ষে—এমন কি কলুষে পীযূষে পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছি। মুনি-ঋষির ন্যায় আমার হৃদয় দয়া-দাক্ষিণ্য-গুণে বিভূষিত। তাই মুমূর্ষুর মৃত্যুকালেও ভিষক্-রূপে তাহাকে নিমেষে নিরাময় করিয়া থাকি। আর কখন কখন কৃষককে কর্ষণ করিবার জন্য নিষ্কর ভূমি দান করি——এমন কি বৃষ্টিরূপে মুষল-ধারায় বারি-ধারা বর্ষণ করিয়া গ্রীষ্মের আতপ-ক্লিষ্ট পান্থকে তুষ্ট করিতেও চেষ্টিত হই। তা' বলিয়া মনে করিবেন না—আমি একেবারে মেষের ন্যায় শিষ্ট-প্রকৃতি। নষ্টামি দুষ্টামিতেও আমার বেশ হাত আছে। তাই মাঝে মাঝে সুষুপ্ত মহিষকে মক্ষিকা-রূপে জ্বালাতন করি; কখন কখন বলিষ্ঠ বৃষরূপে ক্ষুদ্র ও ক্ষীণকায় মেষকে রোষ-কষায়িত-লোচনে তাড়না করি এবং অবকাশ-মতে কৃষকের ধান্যের গোলায় মূষিক-রূপে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার কষ্ট-লব্ধ ধান্যের

যথেষ্ট অনিষ্ট করিতেও ছাড়িনা। আর সময় সময় পাষণ্ডের রূপ ধরিয়া হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে শিষ্টের অভীষ্ট কার্য্য লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলি।

পাপিষ্ঠ দন্ত্য 'স' মনে করিয়াছিল যে, তাহার ভীষণ ষড়যন্ত্রের বিষময় ফলে আমার আধিপত্য ধরা-পৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সহিষ্ণু ব্যক্তির প্রতি বিষ্ণুও সন্তুষ্ট। তাই আমার ইষ্টদেব কৃষ্ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমার ন্যায় শিষ্ট পুরুষকে অভীষ্ট ফল দান করিয়াছেন। কৃষ্ণের কৃপা-দৃষ্টি লাভ করিয়াছি বলিয়াই বার্ষিক জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ আমাকে ষোড়শোপচারে ভোজন করাইয়া থাকেন। আমি কখন কখন জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্র-রূপে উদিত হইয়া ধরিত্রীকে আলোকিত করি এবং সময় বুঝিয়া ষষ্ঠ ও অষ্টম মানের ছাত্রগণের ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় হাজির হই। মাঝে মাঝে কষ্টি-পাথরে ঘষিয়া কাঞ্চনের দোষ-গুণ আমিই পরীক্ষা করিয়া থাকি। ইউরোপের ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে আমিই জিগীষু বীর-পুরুষগণকে দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলিতেছি। বিরহ-বিধুরা প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার অক্ষি-যুগলে আমিই বাষ্প-বারি-রূপ আবির্ভূত হইয়া তাহার কপোল ও বক্ষস্থল প্লাবিত করি। আমার প্রভাবের অভাব কি? ষষ্টি-বর্ষীয় বৃদ্ধের

যষ্টিতে, মহর্ষি বাল্মীকির 'মা নিষাদে', যোষিৎ-মণ্ডলীর রত্ন-ভূষণে, বর্ষার বজ্র-নির্ঘোষে, মঞ্জুভাষী মধুঘোষে, জ্যোতিষীর মস্তিষ্কে, খৃষ্টানের খৃষ্টে, রাজ-মহিষীর প্রকোষ্ঠে, পাটী-গণিতের লঘিষ্ঠ-গরিষ্ঠে, নিষ্ঠাবান্ ঋষির পুষ্প-পাত্রে—এমন কি পাপিষ্ঠের কলুষে ও বৃষের রোষ-কষায়িত অক্ষি-যুগলে আমিই নির্ব্বিবাদে অধিষ্ঠান করিতেছি।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের রাষ্ট্র-বিপ্লবে দুর্দ্ধর্ষ বীরপুরুষের ন্যায় আমিই যে বিষাণ বাজাইয়া ছিলাম, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেনা। উড়িষ্যার অন্তর্গত শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরে আমিই পুরুষোত্তম-রূপে প্রতিষ্ঠিত আছি। আর ভারত-বর্ষের মহারাষ্ট্র নামক বৃহৎ জনপদে আমিই এক কালে সহিষ্ণু হিন্দু জাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতির মধ্যে ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের বিষময় ফলে কুরুক্ষেত্রে যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আমিইত 'অক্ষৌহিণী' প্রেরণ করিয়াছিলাম।

আমি ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রামে বিভূষিত বীরপুরুষ। আমার গতি প্রায় অনেকাংশেই অব্যাহত। আমি কখনও কখনও মাথায় উষ্ণীষ ও চরণে কাষ্ঠ-পাদুকা পরিয়া যষ্টি হাতে লইয়া তুষার-মণ্ডিত হিমালয়-শীর্ষ অতিক্রম করি। রাজ-মহিষীর মণি-মাণিক্য-বিভূষিত হর্ম্ম্য-প্রকোষ্ঠে আমি নির্ভয়ে

প্রবিষ্ট হইতে পারি। আর ভীষণ যুদ্ধ-ক্ষত্রে বিষাণ বাজাইয়া আমিই ক্ষীণ-বল কাপুরুষকে দুর্দ্ধর্ষ ও জিগীষু বীর-পুরুষ করিয়া তুলি। ক্ষীণকায় দন্ত্য 'স'এর রোষ-কষায়িত চক্ষু দেখিয়া আমি আর ভীত হইনা। হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ বৈয়া-করণেরা বাহু-বেষ্টনে আমাকে রক্ষা করিয়া পৌরুষের পরিচয় দিতেছেন। সেই কারণ মনীষীর মনীষায়, জিগীষুর জিগীষায়, জ্যোতিষীর জ্যোতিষে, ঋষির উপনিষদে, পারিষদের পরিষদে, স্রষ্টার সৃষ্টিতে,দ্রষ্টার দৃষ্টিতে,ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে, গ্রীষ্ম-বর্ষায়, শিক্ষা-দীক্ষায়, আক্ষেপে বিক্ষেপে, ভিষকে মুষিকে, মাষ্টারে বারিষ্টারে, বহিষ্কারে পরিষ্কারে, প্রত্যূষে প্রদোষে, মেষে মহিষে, পীযূষে পুরীষে, দ্বেষে বিদ্বেষে, কলুষে কল্মষে, তুষ্টে পুষ্টে, কষ্টে নষ্টে, হৃষ্টে শিষ্টে, বলিষ্ঠে পাপিষ্ঠে, ষণ্ডে পাষণ্ডে, শোষণে পেষণে, কৃষাণে বিষাণে, কর্ষণে বর্ষণে, ভূষণে ভীষণে——অদ্যাপি আমারই রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বৈষ্ণব-কবি বিদ্যাপতির 'পুরুষ-পরীক্ষায়', লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি অক্ষয়কুমারের 'এষায়' ও মনীষি-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'ও আমি বাদ পড়ি নাই। বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ ভিষকের 'পীযূষবল্লী কষায়ে', 'নিরামিষ মহামাষ তৈলে', 'যক্ষ্মারি চূর্ণে', 'দ্রাক্ষারিষ্টে' ও 'কুষ্মাণ্ড খণ্ডে' আমি ঔষধ রূপে প্রবিষ্ট হইয়াছি। পরিশেষে বিনয়-পূর্ব্বক

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

পথে।

দেবানন্দ স্বামীর পঞ্চবিংশতি শিষ্য সেই রাত্রিতেই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কাহারও বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসরের অধিক এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যূন নাই। সকলেই বলিষ্ঠ, তেজস্বী, সকলেরই বদনমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দপূর্ণ। সেই গৈরিকবসনপরিহিত গৈরিকশিরস্ত্রাণপরিশোভিত যুবকগণের শ্রেণীবদ্ধভাবে অভিযান, বস্তুতঃই নয়নানন্দকর, প্রাণারাম। যাহারা আপনা ভুলিয়া, স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরহিতব্রতে দেহমনঃ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারই ধন্য—সর্ব্বজনবরেণ্য।

দেবতাকে দেখিলে মানুষ নতশিরঃ হয়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যাঁহারা দেবাংশসম্ভূত, দেব-গুণসম্পন্ন—তাঁহারই দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। এই যে মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত, ইহার মধ্যে নরাকারে দেবতাও আছেন এবং পশুও আছেন। কর্ম্মফলে মনুষ্য উচ্চ-স্তরে আরোহণ বা নিম্নস্তরে অবতরণ করিয়া থাকে। দেবানন্দ ব্রহ্মচারী আজীবন জনহিতব্রতে অতিবাহিত করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী সমাজ বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণে কখন ব্যাপৃত হন না,—সমগ্র চরাচর তাঁহার লক্ষ্যস্থল—তাঁহার প্রেমের আধার। বিশ্বপ্রেমে যিনি বিভোর—আত্মহারা—তিনি কি দেবতা নহেন? দেবানন্দ স্বামীর বিশ্বহিতই ধর্ম্ম।

দেবানন্দস্বামী শিষ্যমণ্ডলকে ইহাই শিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার শিক্ষা-কৌশলে—তাঁহার চরিত্র ও ব্যবহারে শিষ্যবৃন্দ স্ব স্ব চরিত্র গঠন করিয়া লইয়াছিলেন। সচ্চিদানন্দ বলিলেন, "প্রেমানন্দ দাদা! জীবনের আজি নবাধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। স্বামীজী বলিয়াছেন, অদ্য আমাদিগের পরীক্ষার সূচনা। ইহাতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাঁহার শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে এবং আমাদিগের শিক্ষাও বিফল হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে। আইস ভাই! একবার সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বকর্ম্মনিয়ন্তা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করি।

জয় বিপদভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন, দৈত্যবিনাশন হরি।
জয় বৃন্দাবনধন, কালীয়দমন, কলুষনাশন কংসারি।
পাপী তাপী জনে, সদা মুক্তি দানে,
বিরত না হও ওহে বৈকুণ্ঠবিহারী।
চারি যুগে হরি, নানা রূপ ধরি,
জীবে মুক্তি করি পুণ্য ধর্ম্ম প্রচারি।
দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন,
সত্য ধর্ম্ম করিলা স্থাপন।
তব পথ চেয়ে, তব নাম গেয়ে,
সত্য পথে আগুসারি।
ভূভার হরণ, পাপ বিনাশন,
ধর্ম্ম সনাতন সদা অনুসারী।
বিশ্বপ্রেমে মাতি, করি ধর্ম্ম সাথী,
যেন বিশ্বহিত করিবারে পারি।
এ মিনতি পদে, মন-কোকনদে,
বিরাজ সতত মধুকৈটভারি।

সেই বৃহৎ প্রান্তরে—শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে—দিগন্ত মাতাইয়া সন্ন্যাসীর দল একই মনে, একই সুরে স্বরলহরী ছড়াইতে ছড়াইতে চলিতে লাগিলেন। সেই মধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রবনে যেন প্রকৃতি দেবী উৎকর্ণা হইয়া রহিলেন। সমগ্র জগৎ নিস্পন্দ ;—ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল নভোমণ্ডল—নিম্নে বিস্তৃত বিশাল প্রান্তর—সমস্তই স্তব্ধ। সেই নীরবতা ভেদ করিয়া যুবকবৃন্দ গীত গাহিতে গাহিতে চলিলেন।

গীত সমাপনান্তে প্রেমানন্দ বলিলেন, "সচ্চিদানন্দ গুরুদেবের উপদেশবীজ তোমার ন্যায় উপযুক্ত যুবকের উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে সহজেই অঙ্কুরিত হইয়াছে। তোমার জনহিতব্রতসাধনে একাগ্রতা, গুরুদেবের প্রতি অচলা ভক্তি আমাদিগের হৃদয়েও বলসঞ্চার করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, তোমার সহায়তায় আমরা সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব।"

পরমানন্দ বলিলেন, "গুরুদেব বলিয়াছেন, একাগ্রতা সিদ্ধি লাভের মুল। গুরুদেবের চরণে আমাদের যদি ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে, বিরাট মানব সমাজের কল্যাণ সাধনে যদি আমরা একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে দুষ্টের দমন নিশ্চয়ই হইবে। পাপাত্মা পাপবৃত্তি চরিতার্থ করণ মানসে মানব সমাজের অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং সে মানব মাত্রের নিকটেই দণ্ডার্হ।"

প্রেমানন্দ কহিলেন, "সকলেই বোধ হয় শুনিয়াছ, সে দিবস গুরুদেব বলিতেছিলেন, আমাদিগের সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা সমুপস্থিত হইয়াছে—দেশে বিষম পরিবর্ত্তন হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহাতে আর্ত্তের দুঃখ বিমোচিত হয়, সমাজ ও ধর্ম্মের বন্ধন অটুট থাকে, তাহাই সকলের কর্ত্তব্য। সেই মহাকর্ত্তব্য পালনের সময় আগতপ্রায়।

সচ্চিদানন্দ। আমাদিগের সম্মুখে দীর্ঘ কর্ত্তব্য-পথ পতিত রহিয়াছে। সমাজের আমরা ব্যষ্টি মাত্র বটে, কিন্তু এই ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি হইয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে একজন বিপথগামী হইলে সমষ্টির ক্ষতি হইয়া থাকে। করিম খাঁর কবল হইতে সপরিবারে দুর্গাদাস রায়কে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিলে এবং করিম খাঁর পাপের সমুচিত শাস্তি হইলে আমাদিগের কর্ত্তব্যের একাংশ সুসিদ্ধ হইবে। চল ভাই—যত সত্বর সম্ভব আমরা দুর্গাদাস রায়ের উদ্ধার করিতে চেষ্টা করি।”

সন্ন্যাসীর দল মুর্শিদাবাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মুর্শিদাবাদ।

সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। যাঁহাদিগের উপর নবাবের অটল বিশ্বাস ছিল, রাজধানীর রক্ষার ভার তাঁহাদিগের উপর তিনি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার সদাই আশঙ্কা হইত, পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার শত্রুদল মুর্শিদাবাদে আবার বিপ্লব ঘটাইয়া ফেলে। করিম খাঁ নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিশেষ বিশ্বস্ত পাত্র ছিল। কাজেই তাঁহাকে আর যুদ্ধ করিতে যাইতে হয় নাই। দুর্গাদাস রায় ও তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া করিম খাঁ স্বীয় বাটীতে আনয়ন করিয়াছে। দুর্গাদাস রায় দুই পুত্রসহ একটী গৃহে বন্দী হইয়া আছেন। তাঁহার পত্নী কমলা ও কন্যা মাধবী অন্য একটী গৃহে অবরুদ্ধা আছেন। লীলাবতীর অবস্থানের নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় করিম লীলাবতীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিল। লীলাবতীর পরিচর্য্যার্থ যে পরিচারিকা নিযুক্ত ছিল, সে দ্বারোন্মোচন করিয়া দিল। লীলাবতী সভয়ে গৃহের একাংশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

করিম গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমে লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার কোনরূপ কষ্ট হইয়াছে কি না? লীলাবতী নীরব রহিলেন।

ক। রূপসী! তোমারই রূপে মোহিত হইয়া আমি এই সকল কার্য্য করিয়াছি। নতুবা দুর্গাদাস রায় আমার কে? আমি মুসলমান, সে হিন্দু; তাহার সহিত আমার অন্য কোন স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। তুমি প্রসন্না হইলে আমি আবার দুর্গাদাস রায়কে স্বপদে পুনরধিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারি।

করিমের এই দীর্ঘ বক্তৃতায় লীলাবতী আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের অবমাননা যে করে, সে নরাধম পশু। আমি বন্দিনী, সুতরাং আমার কষ্ট হইয়াছে কি না, এই বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন করিয়া আমার কষ্টের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া পুরুষত্ব নহে।"

ক। সত্যই সুন্দরী আমি পশুবৎ হইয়াছি। কিন্তু সে কাহার জন্য? তোমারই জন্য! তোমার ঐ অতুলনীয় রূপরাশি আমাকে পাগল করিয়াছে—আমার হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি লোপ করিয়াছে। সুতরাং আমাকে ঐরূপ ভৎর্সনা করা তোমার উচিত নহে।

লী। পশুর পশুত্বেও বুঝি গৌরবজনক কিছু আছে—কিন্তু তুমি পশু অপেক্ষা অধম। তুমি পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ। নতুবা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার-পরায়ণ হইবে কেন? তোমাতে যদি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে তুমি এই নিশীথে এই গৃহে দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির হইয়া কখনই প্রবেশ করিতে না। করিম খাঁ! স্থির জানিও, হিন্দুললনার নিকট মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, তথাপি যবনের অঙ্কশায়িনী হইয়া স্বর্গসুখভোগ বাঞ্ছনীয় নহে। কুসুমকলিকা দেবভোগ্যা হইয়া থাকে, নারকীয় কীটের কখনই উপভোগ্যা নহে!

লীলাবতীর বাক্যবসান হইতে না হইতে—মদিরামত্ত করিম খাঁ বলিল, "অনেক সহিয়াছি—কিন্তু আর না! তোমাকে যদি

প্রাণাপেক্ষা ভাল না বাসিতাম, তাহা হইলে করিম খাঁ এতক্ষণ কখনই তোমার এরূপ বাক্যবাণ সহ্য করিত না। যে জিহ্বা করিম খাঁকে সম্বোধন করিয়া ঐরূপ কথা উচ্চারণ করিত, সেই জিহ্বা উৎপাটন করিতে করিম খাঁ বিরত হইত না। হয় তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে পতিত্বে বরণ কর, নতুবা বলপূর্ব্বক তোমার জাতিকুল নষ্ট করিব—তোমার ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি দিব।

ঠিক এই সময়ে করিম খাঁর বাটীর বহির্ভাগে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। করিম খাঁর বাটী দস্যুদল আক্রমণ করিয়াছে—ইহা করিম খাঁর কর্ণগোচর হইল। করিম আর কালব্যাজ না করিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তখন পরিচারিকা লীলাবতীর সম্মুখে আসিয়া বসিল। ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। পরিচারিকা বলিল—"বিবি! কি হইবে? রাজধানীতে ওমরাহের বাটীতে দস্যুতা—কেহ কখন শুনে নাই—স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। একি ব্যাপার?"

লীলাবতী বলিলেন, "কি জানি! রাজধানীর কথা আমরা বলিতে পারি না, তবে আমাদিগের আর ভয়ের কারণ কি? এক দস্যুর কবল হইতে অন্য দস্যুর হস্তে পড়িব। তোমার মনিবের অপেক্ষা যে হেয় নীচ ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমার বিশ্বাস নাই। সুতরাং দস্যুরা যেরূপ প্রকৃতির লোক হউক না কেন, আমাদিগের অধিকতর বিপদাশঙ্কা নাই।

এই সময়ে বাটীর বহির্দ্দেশে গোলযোগ যেন দিগুণ বর্দ্ধিত হইল, পরিচারিকা ভয়ে আর লীলাবতীর নিকট থাকিতে পারিল না। সে বুঝিল, লীলাবতী সত্যই বলিয়াছে। কিন্তু সেত আর বন্দিনী নহে! কাজেই সে লীলাবতীর গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইল।

সুযোগ বুঝিয়া লীলাবতীও গৃহের বাহিরে আসিল। উদ্দেশ্য—জনক জননী, ভ্রাতা ভগিনীর সংবাদ প্রাপ্তি। লীলাবতী ধীরে ধীরে পরিচারিকার পশ্চাতে চলিল। পরিচারিকা তদ্দর্শনে বলিল, 'এই যে তুমি বলিলে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই! তবে তুমি আমার সহিত পলাইতেছ কেন?'

লীলাবতী তখন সেই পরিচারিকার হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন—তোমাকে একটী কার্য্য করিতে হইবে। তুমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছ—কিন্তু একবার ভাবিতেছ না—পলায়ন করিয়া যাইবে কোথায়? বাটী দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। তাহারা যদি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে—তোমার নরাধম প্রভুর লোকজন যদি পরাজিত হয়—তাহা হইলে দস্যুরা নিশ্চয়ই বাটীর ভিতর লুণ্ঠনাদি করিবার নিমিত্ত আসিবে। তখন পরিত্রাণের উপায় কি? তুমি এবাটীর সকল স্থানই পরিজ্ঞাত আছ। তুমি জানা আমার জনকজননী ভ্রাতা ভগিনী বন্দী হইয়া এই বাটীতেই কোথায় অবরুদ্ধ আছেন। আমার জনক ও সহোদরেরা বীরপুরুষ। যদি আমাকে তাঁহাদিগের নিকট পোঁছাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে দস্যুরা তোমাকে বা আমাকে সহজে ধরিতে পারিবে না। তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাহা হইলে এই দেখ, আমার হস্তে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা রহিয়াছে—ইহা তোমার বক্ষে বসাইয়া দিব।

পরিচারিকা দেখিল, বিপদের উপর বিপদ সমুপস্থিত। কাজেই সে লীলাবতীর প্রস্তাবে সম্মত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—*:*:*—

অভীষ্টসিদ্ধি।

সন্ন্যাসীর দল অকস্মাৎ করিম খাঁর বাটী আক্রমণ করায় করিম খাঁর লোকজন প্রথমে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। রাজধানীর ভিতর করিম খাঁর ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির বাটী আক্রমণ করিতে দস্যুরা সাহসী হইল, ইহাই বিস্ময়ের কারণ। সন্ন্যাসীদলের অকুতোভয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত আক্রমণ, বীরোচিত ভাব, রণনৈপুণ্যে ও ক্ষিপ্রকারিতা করিম খাঁর অনুচরবর্গের হৃদয়ে মহাভীতি উৎপাদন করিয়াছিল।

করিম খাঁর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সিংহদ্বার লৌহকীলকযুক্ত সুদৃঢ় ছিল। সন্ন্যাসীরা সহজে তাহা ভাঙ্গিতে পারিল না। অবশেষে কতিপয় সন্ন্যাসীসহ সচ্চিদানন্দ উদ্যান-প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাটীর মধ্যে প্রবেশের সুবিধা করিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, বাটীর অভ্যন্তরে সন্ন্যাসীদিগের সহিত করিম খাঁর অনুচরবর্গের রীতিমত বলপরীক্ষা হইয়াছিল।

উদ্যানবাটীর সান্নিধ্যে গোলযোগ হইতেছে শুনিয়া করিম খাঁ দ্রুতপদে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। সচ্চিদানন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদিগের সহিত করিম খাঁর সাক্ষাৎ হইল। তিনি ভীমবেগে সন্ন্যাসীদিগকে আক্রমণ করিলেন। সচ্চিদানন্দ ও তাঁহার দলবল করিম খাঁর পরিচ্ছদাদি দেখিয়াই তাঁহাকে গৃহস্বামী বলিয়া অনুমান করিতে

পারিয়াছিলেন। কাজেই সচ্চিদানন্দ বিদ্যুৎগতিতে করিম খাঁর সম্মুখীন হইলেন। সন্ন্যাসীর দল দেখিয়া প্রথমে করিম খাঁ বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, ইহারা কে? হিন্দু সন্ন্যাসী কি দস্যুতা করে? পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, ইহারা সম্ভবতঃ ছদ্মবেশী দস্যু। ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—"হিন্দু-কুক্কুরের উপযুক্ত দণ্ড এখনই দিব"। করিম খাঁ সচ্চিদানন্দকে লক্ষ্য করিয়া অসি উত্তোলন করিলেন। কিন্তু সচ্চিদানন্দ অদ্ভুত অস্ত্রচালনায় তাহা রোধ করিয়া করিম খাঁকে নিমেষের মধ্যে আহত করিলেন। করিম খাঁ ভূতলশায়ী হইলেন। তাঁহার পতনসংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে বাটীমধ্যে প্রচারিত হইল—মুসলমানগণ ভগ্নাশ হইয়া সন্ন্যাসীদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। সন্ন্যাসীরা "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া ত্বরিতপদে বহির্দ্বারের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। বহির্দ্বার উন্মুক্ত হইল—অবশিষ্ট সন্ন্যাসীদল বিনা বাধায় করিমের ভবনে প্রবেশ করিল।

সন্ন্যাসীরা আহত করিম খাঁকে বহন করিয়া একটি প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইল এবং ঔষধ দ্বারা ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিল। শোণিতস্রাব তাহাতেই রোধ হইল। পুরজনেরা দেখিল, দস্যুরা কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার করিল না, কাহারও প্রতি রূঢ় বচন প্রয়োগ করিল না—বরং মিষ্ট বাক্যে মধুর সম্ভাষণে সকলকে আশ্বস্ত করিয়া সপরিবারে দুর্গাদাসকে লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় সচ্চিদানন্দ কেবল করিম খাঁকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেলেন, "সেলাম খাঁ সাহেব। তোমার পাপের পসরা অত্যন্ত ভারি হইয়াছে। অতঃপর ধর্ম্মে মতি দিলে ভাল হয় না কি?" করিম খাঁ গর্জ্জন করি উঠিল। সচ্চিদানন্দ স্বদলে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*::*—

দেবানন্দের দূরদর্শিতা।

আজি পূর্ণিমা। সুনীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারকাদল পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ণ শশধর প্রাণ ভরিয়া স্বীয় মধুর কিরণজালে ধরিত্রীকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। চন্দ্রের বিমল জ্যোতিঃ, বন্যকুসুমের মনোহর সৌরভ, মৃদুমন্দ সমীর রাজমহলের সেই উপত্যকা-প্রদেশকে অতীব মনোরম করিয়াছিল। কোথাও ঘন বিটপী-সমাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্যানী, কোথাও উন্মুক্ত প্রান্তর, কোথাও বন্ধুর কঠিন মৃত্তিকাবক্ষে সুবৃহৎ ও ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, সেই রমণীয় দৃশ্যের অপূর্ব্ব শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। কোথাও ক্ষীণদেহ গিরিনন্দিনীর স্বচ্ছ সলিলপ্রবাহ সুধাংশু কিরণে রজত ধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, প্রকৃতি যেন সোহাগভরে সুষুপ্তির ক্রোড়ে শায়িতা। এরূপ সময়ে দেবানন্দস্বামীর মঠে সকলে জাগ্রত কেন? ইঁহারা কি শোকতাপক্লিষ্ট? না আনন্দে উন্মত্ত? যখন সমগ্র দেশ নিদ্রাদেবীর আয়ত্ত, তখন ইঁহারা কিসের ভাবনায় অথবা কিসের উল্লাসে নিদ্রাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া জাগ্রত রহিয়াছেন?

সেই গিরিগহ্বরস্থ মঠ আজি জনকোলাহলে মুখরিত! মঠে দেবানন্দ স্বামীর সকল শিষ্যই সমাগত। তদ্ব্যতীত সপরিবারে দুর্গাদাস রায় অবস্থান করিতেছেন। দুর্গাদাস রায় বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! এখনও বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্ কার্য্যে সাধনোদ্দেশ্যে এ অধমের জীবন আপনি দুইবার রক্ষা করিলেন। জাহ্নবীগর্ভে

যখন প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছিলাম, আপনি তখন আমাকে নিবৃত্ত করেন। তাহার পর পাষণ্ড করিমের গৃহে নিশ্চিত কালগ্রাস হইতে আপনিই রক্ষা করিয়াছেন।”

দেবানন্দ স্বামী বলিলেন,—“বৎস! ইহা বিধাতার ইচ্ছা জানিবে। আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে, তাহাতে সেই সর্ব্বকর্ম্মনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর ভগবানের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত আর কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে, তাহা ঘটনা-শৃঙ্খলায় স্থির আছে। যদি এই স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে হয়, তবে পরমেশ্বরের ত্রিকালজ্ঞত্বে সন্দেহের আরোপ করিতে হয়। যিনি ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা—ত্রিকালজ্ঞ, তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই, ইহা অবিসংবাদী সত্য? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঘটনা-পরম্পরার স্থিরতা সম্বন্ধেও বিচার করিবার কোন কারণ থাকে না।”

দেবানন্দ স্বামীর ভগবদ্ভক্তির প্রগাঢ়তা বুঝিয়া তাঁহার শিষ্যবৃন্দের নয়নপ্রান্তে প্রেমাশ্রু বহির্গত হইল। দুর্গাদাস পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বুঝিলাম, এ সংসারে কর্ত্তৃত্ব কাহারও নাই। তবে কি আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিব?”

দেবানন্দ। থাকিবার যো কি? যদি নিশ্চেষ্ট জড়ের ন্যায় অবস্থান করা তোমার ভাগ্যে লিখিত থাকে, তাহা হইলে তাহাই করিতে হইবে; নতুবা যখন যে কার্য্য করা তোমার অদৃষ্টে লিখিত আছে, তখন তাহা তোমাকে করিতেই হইবে। আমার মনে হয়, আমাদিগের সকলেরই সম্মুখে বিস্তৃত কর্ত্তব্য-পথ পতিত রহিয়াছে। সকলকেই একই উদ্দেশ্যে, একই কার্য্য সমাধান-করণার্থ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদিগের এই অপূর্ব্ব সম্মিলনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

দুর্গাদাস ও শিষ্যবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—আজ্ঞা করুন।

দেবানন্দ। "তোমরা সকলেই জান, পুণ্যশ্লোক না হইলে লোকে দেশের রাজা হইতে পারেন না। এই জন্যই রাজাকে দেবতার অংশ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছে। সেই দেবাংশসম্ভূত রাজা যদি দুষ্ক্রিয়াসক্ত, আসুরিক আচারসম্পন্ন, প্রজাপীড়ক হয়, তাহা হইলে সে রাজ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে প্রজার পাপের ফলও ঐরূপ ভীষণ হইয়া থাকে। রাজা প্রজা উভয়ের মধ্যেই কর্ত্তব্যচ্যুতি অধিক মাত্রায় ঘটিলে রাজ্য-বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়া থাকে। মুসলমান বহু পুণ্যফলে আর্য্যাবর্ত্তে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। যে সকল গুণে মুসলমান নরপতি বিভূষিত হইয়াছিলেন, যে গুণের জন্য এক সময়ে হিন্দুরাই "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়াছিলেন, সে সকল গুণ এক্ষণে মুসলমান রাজপুরুষদিগের মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। কাজেই ধরিত্রী ভারগ্রস্তা হইতেছেন। নিরীহ দুর্গাদাস রায়ের উপর অকথ্য অত্যাচার কি মুসলমান রাজপুরুষদিগের কুপথ-গমনের অন্যতম পরিচয়স্থল নহে? এই দুর্গাদাস রায়ের ন্যায় এমন কত লোক প্রপীড়িত হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, মুসলমানদিগের রাজত্ব কালের অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কোথায় শ্বেতদ্বীপ, আর কোথায় ভারতবর্ষ। শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীরা এ দেশে নবাগত। কিন্তু তাহা হইলেও নানা গুণে তাহারা এদেশবাসীর চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইতেছে। তাহা-দিগের এই প্রভুত্ব-স্থাপন কি বিবর্ত্তনের একটা চিহ্ন নহে?

"একদিকে মুসলমান চরিত্র যেরূপ কলঙ্কিত হইয়া কালিমাময় হইতেছে, অন্যদিকে ইংরাজ চরিত্র তদ্রূপ সর্ব্বালঙ্কৃত ভাবে এদেশ-

বাসীর নয়নসম্মুখে পরিস্ফুটিত হইতেছে। ন্যায়পরতা, সত্যপ্রিয়তা, লোকরঞ্জন মনুষ্যের প্রধান গুণ। ইংরেজ চরিত্রে ইহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমার মনে হয়, ভগবান প্রপীড়িত বঙ্গবাসীর দুঃখরাশি অপনোদনের নিমিত্ত, এদেশের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয়ের নিমিত্ত ইংরেজ বণিককে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। ইংরেজই এদেশের একছত্রী নরপতি হইবেন।

"আমি যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে এদেশের শাসনপদ্ধতি অপেক্ষা ইংরেজের শাসন-প্রণালী সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই বৈপরীত্য চমৎকার। আমাদের দেশে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা; তাঁহার অভিরুচির উপর শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। নরপতি যদি বিবেচক, তীক্ষ্ণদর্শী ও বিচক্ষণ হন, তাহা হইলেই প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়। রাজা দুষ্টমতি, প্রপীড়ক হইলে প্রজার ধনপ্রান নিরাপদ হয় না। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী কিন্তু অন্যবিধ। তথায় রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধিবর্গের পরামর্শানুক্রমে সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রজাবৃন্দের সুখ দুঃখ, ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রজার প্রতিনিধিমণ্ডলী রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত রাজাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। নরেশও তদনুরূপ কার্য্য করিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। এই সুপ্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যশাসন-প্রথা যে সর্ব্বজনপ্রিয়, তাহা বলা বাহুল্য।

"কেবল এই শাসন-প্রণালীর শ্রেষ্ঠতা নহে, অন্যান্য কারণেও লোকে ইংরেজের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজের ন্যায়-নিষ্ঠতা, সত্যবাদিতা সর্ব্বজনপ্রশংসিত। শুনিয়াছি শ্বেতদ্বীপে ভূপতি হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত একই বিধির অধীন। একদা ইংলণ্ডের প্রথম

চার্লস নামক অধিপতি প্রচলিত বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া যথেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এমন সর্ব্বগুণান্বিত, মহানুভব জাতি যদি ভারতের একছত্রী শাসক হন, তাহা হইলে ভারতে শুভ দিনের উদয় হইবে—এদেশে বর্গী, প্রভৃতির উৎপাত হ্রাস হইবে, শান্তির শীতল ছায়ায় অবস্থান করিয়া ভারতবাসী সর্ব্বাঙ্গীন সুখভোগ করিবে।

"বৎসগণ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তিনি আমাদিগকে বিদ্যাবুদ্ধি, হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তি, জ্ঞান,ধর্ম্ম প্রভৃতিতে ভূষিত করিয়াছেন। ঐ সকলের দ্বারা আমরা তাঁহার ইঙ্গিত মত পরিচালিত হইয়া থাকি এবং কর্ত্তব্য নির্ণয় করি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও উহার দ্বারা আমাদিগকে কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিতে হইবে। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজ বণিকের বিরুদ্ধে কলিকাতা যাত্রা করিতেছেন। এই প্রবল শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষের ফলে যাহারা দুস্থ, বিপন্ন ও আর্ত্ত হইবে, তাহাদিগের সাহায্যার্থ যথাশক্তি কার্য্য করিতে হইবে। কর্ত্তব্যপালনের ইহাই উপযুক্ত অবসর। যাঁহারা আমাদিগের দেশে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা হিন্দুই হউন, মুসলমানই হউন, আর খৃষ্টানই হউন, এক্ষণে আমাদিগের স্বদেশবাসী বলিলে অন্যায় হয় না। সুতরাং তাঁহাদিগের ক্লেশোপনোদনে, সেবা শুশ্রূষায় রত হওয়া কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যপালনার্থ—আমার ইচ্ছা—সকলেই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করি। মঠ রক্ষার্থ সচ্চিদানন্দ, পরমানন্দ, প্রেমানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ থাকুন।

সকলেই দেবানন্দ স্বামীর আদেশ নতশিরে গ্রহণ করিলেন। দেবানন্দ স্বামী পুনরপি বলিতে লাগিলেন,—" সংসারক্লিষ্ট জীব যে যেখানে আছে, সকলেরই সেবায় ব্রতী হওয়াই জীবের প্রধান ধর্ম্ম। তোমরা আগামী কল্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবে। তথায়

জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ বিচার না করিয়া বিপন্ন ও আর্ত্তের সেবা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। দেখিও, শত্রু-মিত্র ভেদজ্ঞান তোমাদিগের হৃদয়ে যেন স্থান না পায়।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের ফাঁদ।

সিরাজুদ্দৌলা সসৈন্যে কলিকাতাস্থ ইংরেজ বণিকদিগের কুঠি আক্রমণার্থ আসিতেছেন, এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইংরেজেরা যথাসাধ্য নবাবের কোপ প্রশমনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে ইংরেজ দুর্গাদি সুদৃঢ়ীকরণ, আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন প্রভৃতি করিতেও বিরত হইলেন না। ইংরেজ বণিকগণ সেই অল্প সময়ের মধ্যে যথাসাধ্য বলসঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। উমিচাঁদের বাটীতেও সকলের বদনে উদ্বেগের চিহ্ন প্রকটিত হইল। রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীত হইলেন। তিনি ইংরেজের ভরসায় কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইংরেজ বণিকদলকে বিপন্ন দেখিয়া তাঁহার ভয়ের অবধি রহিল না। কৃষ্ণবল্লভ ধন প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ইংরেজ কুঠির কর্ত্তা ড্রেক সাহেবের নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল, কৃষ্ণবল্লভ উমিচাঁদের বাটীতে অবস্থান করিবেন না—ধনরত্নাদি লইয়া ইংরেজের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় অবস্থান কালীন ইংরেজের উপর অত্যাচার করিতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি ছলে বলে কৌশলে ইংরেজ বণিকের নিকট হইতে অর্থাদি গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে

সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণবল্লভের আনীত অর্থ ইংরেজের কোষ পূর্ণ না করিলে প্রায়শ্চিত্ত হয় কিরূপে ?

এদিকে কলিকাতার দুর্গমধ্যস্থিত একটী প্রকোষ্ঠে ম্যানিংহাম সাহেব ও বিবি মেরী গভীর পরামর্শে রত ছিলেন। ম্যানিংহাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেরি ! তুমি কি ঠিক জান, কৃষ্ণ-বল্লভ ধনসম্পত্তির বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করে নাই ? ধূর্ত্ত উমিচাঁদ উহার কি কিছু আত্মস্মাৎ করে নাই ?

মেরী। ম্যানিংহাম ! তুমি কি জান না, শ্বেতরমণী সহজে মিথ্যা কথা বলে না—বিশেষতঃ তাহার প্রণয়াস্পদের নিকট।

ম্যানিংহাম। মেরি, আমার হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বরী মেরি ! তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইও না। আমি তোমার কথায় অবিশ্বাস করি নাই। তবে তুমি অবলা—যদি আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতে না পারিয়া থাক, কোন দিকে সাবধানতার ত্রুটী হইয়া থাকে, তজ্জন্যই তোমাকে বারংবার ঐরূপ প্রশ্ন করিতেছিলাম।

প্রণয়ীর প্রিয় সম্ভাষণে নারীর হৃদয় উথলিয়া উঠে। ম্যানিং-হামের প্রেমপূর্ণ বাক্যে মেরী হাতে স্বর্গ পাইল। ভাবিল,—"ধরা-ধামে আমিই ধন্যা ও সুখী !" মেরী আত্মহারা হইয়া ম্যানিংহামের গলদেশ ভুজদ্বারা বেষ্টন করত প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিল। সে দৃষ্টিতে কত অর্থ, কত ভাব নিহিত আছে, তাহা প্রেমিক ব্যতীত অন্যের বোধাতীত।

মেরী বলিল,—"প্রিয়তম ! যতদূর সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, আমি তাহা করিয়াছি। কৃষ্ণবল্লভের পত্নীর নিকট হইতে সকল সংবাদই পাইয়াছি।

ম্যা। নবাবের কলিকাতা আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কথা শুনিয়াছ কি?

মে। বিশেষ কোন কথা শুনি নাই। আচ্ছা, নবাব কি সত্য সত্যই কলিকাতা আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন? তাহা হইলে প্রাণাধিক! আমাদিগের দশা কি হইবে?

ম্যা। আমরা যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে নবাবের কলিকাতা আক্রমণ করিবার প্রকৃত ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ শওকতজঙ্গ এখনও জীবিত আছে—নবাবের শত্রুতা সাধনে বিরত হন নাই। কে বলিতে পারে, সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া শওকতজঙ্গ নবাবের পদে সমাসীন হইতে পারেন না। নবাব সিরাজুদ্দৌলা সে দিবস শওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া অকস্মাৎ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমাদিগের বিশ্বাস, অর্থাভাবই ইহার কারণ। ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি অপেক্ষা আমাদিগকে অধিকতর ধনশালী দেখিয়া সম্ভবতঃ আমাদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করাই নবাবের উদ্দেশ্য। ইহার নিমিত্তই এই যুদ্ধায়োজনের বিভীষিকা প্রদর্শন।

মে। ভগবান তাহাই করুন—নবাবের কলিকাতা আক্রমণ সংবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হউক। কিন্তু যদি আমাদিগের অনুমান সত্য না হয়, যদি প্রকৃতই নবাব আমাদিগকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে কি হইবে?

ম্যা। আমি সকল উদ্‌যোগ ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। নবাবের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তাহার পর যদি কোনক্রমে আমরা এদেশ হইতে পলায়ন করিয়া স্বদেশে উপনীত হইতে পারি, তাহা হইলেও আমাদিগের অর্থের

আবশ্যক। এই অর্থ সংগ্রহ করা সম্বন্ধে আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলে আমাদিগের সৌভাগ্যের আর সীমা থাকিবে না। মেরি! মেরি! তখন তুমি আমার সহধর্ম্মিণী—অঙ্কশায়িনী হইবে। সে দিন কবে আসিবে?

মেরী। আমার জীবনসর্ব্বস্ব ম্যানিংহাম! তুমি ভবিষ্যতের সুখৈশ্বর্য্যের দৃশ্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়া আমাকে পাগল করিতেছে। প্রাণাধিক! আমিও সেই দিনের অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া আছি।

ম্যানিংহাম মেরীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের জন্য বলিলেন, —"মেরী! এখন বিদায় দাও। যেরূপে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহারই উদ্‌যোগ আয়োজন করিতে হইবে। যাহাতে ব্যর্থমনোরথ না হই, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। তুমি ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবকে সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করিবে। নবাবের সম্বন্ধে অতঃপর কর্ত্তব্য কি, তাহা নির্দ্ধারণার্থ অদ্য ড্রেক সাহেব এক সভা আহ্বান করিয়াছেন। ঐ সভায় ইতিকর্ত্তব্যতা স্থিরীকৃত হইবে।"

ম্যানিংহাম সাহেবের কথায় মেরী প্রাণটাকে ছিঁড়িয়া বিদায় লইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বনাশের সূচনা।

প্রবল প্রতাপান্বিত উমিচাঁদ আজি স্বকীয় প্রাসাদে চিন্তাকুল হৃদয়ে বসিয়া রহিয়াছেন। ইংরেজের সহিত যাহাতে নবাবের সংঘর্ষ না ঘটে, তৎপ্রতি উমিচাঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। ইংরেজ বণিকদল উমিচাঁদের দ্বারা নবাবের নিকট নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া সন্ধি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতায় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া সুবিধাজনক প্রস্তাবে ইংরেজ বণিককে বাধ্য করিতে কৃতসংকল্প হন। কাজেই উমিচাঁদের প্রস্তাবমত কলিকাতা-আক্রমণ-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে নবাব সম্মত হন নাই। উমিচাঁদ উভয় পক্ষেরই হিতৈষী ছিলেন। এই বিবাদে এক পক্ষের যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা তিনি স্থির জানিতেন। তিনি তাহা ভাবিয়াই ক্ষুণ্ণ হইলেন।

এদিকে নবাবের অনুমতিক্রমে দীপচাঁদকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইতে হইয়াছে। নবাব অকস্মাৎ দীপচাঁদকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন কেন? উমিচাঁদ ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। তিনি যে স্বয়ং মুর্শিদাবাদে গমন করিবেন, তাহারও উপায় নাই। কারণ, তাহা হইলে ইংরেজ বণিকদল তাঁহার উপর সন্দেহ করিতে পারেন। কাজেই বাধ্য হইয়া উমিচাঁদকে কল্পনার সাহায্যে ইহার মীমাংসায় উপনীত হইতে হইল।

আজি সেই প্রাসাদতুল্য বিস্তৃত ভবনের সভাগৃহে বিষণ্ণ মনে ঊমিচাঁদ বসিয়াছিলেন। নিকটে দুর্গাদাস রায় ও কতিপয় কর্ম্মচারী উপবিষ্ট। তিনি দুর্গাদাস রায়কে বলিলেন, "তোমার বিপদের সকল কথাই শুনিয়াছি। কি করিব? যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে কোনরূপ সাহায্য করিতে সাহসী হইতে পারিলাম না। তুমি ত দেখিতে পাইতেছ, দেশে এখন যেন দুই প্রভু সমুদিত হইয়াছে। নবাবের যেরূপ মনোভাব, নবাবের হৃদয় আমাদিগের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ যেরূপ সন্দেহবিষ-দিগ্ধ করিয়াছে, তাহাতে নবাবের কোপানলে পতিত হইলে সহজে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। সিরাজুদ্দৌলা বুদ্ধিমান হইলেও, আজীবন মাতামহের স্নেহে লালিত পালিত হওয়ায় উদ্দাম যৌবনসুলভ নানাদোষের আকর হইয়াছেন। এদিকে আবার ইংরেজ কুঠির সাহেবদিগের উপর তাঁহার পূর্ব্বাপর সন্দেহ আছে। ইংরেজ বণিকও আমাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয়। তবে ইংরেজ বড়ই বুদ্ধিমান, তাই সহজে মনোভাব প্রকাশ করেন না। ইংরেজ বণিকেরা মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে যে আমাকে সন্দেহ করিয়া থাকেন, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারি।

দুর্গাদাস। করিমের অত্যাচারের কথা আপনি বোধ হয় সকলই শুনিয়াছেন। আমি এরূপ প্রপীড়িত হইয়াছিলাম যে, একদা গঙ্গা-বক্ষে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তাহার পর এক মহাপুরুষ আমাকে উদ্ধার করেন। শুদ্ধ এই একবার নহে, তাঁহার অনুগ্রহেই আমি করিমের কবলমুক্ত হই। যাহা হউক, এখন আমা-দিগের কর্ত্তব্য কি? সেই মহাপুরুষই আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে তাঁহাকে

ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার প্রজাপুঞ্জের পরীক্ষাস্থল সমুপস্থিত হইয়াছে। আবার সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ অপেক্ষা আমার এবং বিশেষ আপনার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের বিশেষ সম্ভাবনা। তাই তিনি আপনাকে সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে রাজা—দেবতা। অন্যদিকে ন্যায়পরায়ণ, নীতিকুশল, প্রতিপালক ইংরেজ বণিক। যাঁহারই বিপক্ষতাচারণ করা যাইবে, তাহাতেই প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। যতদূর সম্ভব, নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করা আমাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দুস্থের সাহায্য, আর্ত্তের শুশ্রূষা করাই আমাদিগের যেন জীবনের ব্রত হয়।

উমিচাঁদ। মহাপুরুষের কথা শুনিয়াছি। তিনি সিদ্ধ পুরুষ। তুমি ভাগ্যবান, তাই তাঁহার দর্শন পাইয়াছ। আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে তাঁহার পদধূলি লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতাম। তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে সম্পূর্ণ দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমিও তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিতেছি।

এই সময়ে জনৈক প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, কলিকাতা কুঠি হইতে ম্যানিংহাম সাহেব মহারাজের সহিত সত্বর সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী। উমিচাঁদ তাঁহাকে সভায় আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ম্যানিংহাম আসিলে উমিচাঁদ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিলেন। ম্যানিংহাম আসন পরিগ্রহ করিয়াই বলিলেন, "মহারাজ! নবাবের ক্রোধ কি কিছুতেই উপশমিত হইবে না?"

উমি। আমি সাধ্যের ত্রুটী করি নাই। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না।

ম্যা। আমাদিগের বিশ্বাস, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন নাই। নবাব সরকারে আপনার যেরূপ প্রতিপত্তি, তাহাতে আপনার প্রয়াস বিফল হইবার কোন কারণই ত পরিলক্ষিত হইতেছে না।

ঊ। আপনি কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাহেন?

ম্যা। আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছি না, তবে আমাদিগের ধারণার কথাই বলিতেছি। আচ্ছা! যখন নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিতে কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না, তখন আপনার দ্বারা আমরা রায়দুর্ল্লভ, মির্জাফর প্রভৃতিকে যে ঊৎকোচ প্রদান করিয়াছি, তাহা প্রত্যর্পিত করান।

ঊ। সাহেব! এরূপ অসম্ভব কথার প্রস্তাব করিতেছেন কেন? আপনারা কি জানেন না, নবাব-সভায় যাহা 'পূজা' স্বরূপ প্রদত্ত হয়, তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। এই ত নূতন নহে; নবাবের অমাত্য-বর্গকে কতবার 'পূজা' দেওয়া হইয়াছে, কত বার কার্য্য সিদ্ধি হয় নাই, তথাপি তাহা কি ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে?

ম্যা। মহারাজ! ইংরেজ আপনার বিরুদ্ধাচরণ কখন করে নাই। কিন্তু আপনি কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক ইংরেজকে বিপন্ন করিতেছেন, কলিকাতা কুঠির অধিকাংশ কর্ম্মচারীর ইহাই বিশ্বাস। তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে আপনার সহোদরকে আপনি এ সময়ে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবেন কেন? আমাদিগের অবস্থানাদি, সৈন্যবলাদির সংবাদ প্রেরণ করা আপনার উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আর এক কথা। এই দুর্গাদাস রায়ই বা এত দিবস পরে আপনার নিকট সমাগত কেন? দুর্গাদাস রায় নবাবের হস্তে লাঞ্ছিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। হঠাৎ উদ্ধার পাইয়া নবাবের পক্ষ হইতে আপনার নিকট আসিয়াছে, এরূপ অনুমানও অনেকে করিতেছেন!

উমি। সকল অনুমানই অমূলক। ইংরেজ বণিক আমার সহিত যেরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই, আমিও তদ্রূপ জ্ঞাতসারে ইংরেজ বণিকের কোন অনিষ্টাচরণ করি নাই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, ইংরেজ বণিকেরা হঠাৎ আমাকে অবিশ্বাস করিতেছেন কেন? দীপচাঁদকে আমি স্বেচ্ছায় মুর্শিদাবাদে পাঠাই নাই—নবাব বাহাদুরের আজ্ঞায় পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি—ইহাও ইংরেজ বণিকদিগের অগোচর নাই। তাহার পর দুর্গাদাস রায়ের কথা। ইনিও আমার ন্যায় বহুদিবস হইতে ইংরেজের বাণিজ্য ব্যবসায়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। অধিকন্তু আমার সহিত ইঁহার অত্যধিক সম্প্রীতি আছে। সুতরাং কারামুক্ত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে কলিকাতায় আগমন বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান কেন হইবে, বুঝিতে পারিলাম না।

ম্যা। মহারাজের বাক্‌চাতুর্য্য, যুক্তিকৌশল চমৎকার বটে,, কিন্তু মহারাজ বোধ হয় জানেন না, মুশলমান নবাবের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক কার্য্য করা যত সুবিধাজনক ও সহজ, বুদ্ধিমান ইংরেজ বণিককে প্রতারিত করা তত সুবিধাজনক ও সহজ নহে। আমাদিগের বিশ্বাস ছিল, মহারাজ কৃষ্ণবল্লভ প্রকৃতই নবাবের ক্রোধ-বহ্নিতে ভস্মীভূত হইবার আশঙ্কায় আমাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে মনে হইতেছে, তাহাও ছলনা মাত্র। এরূপ অনুমান করিবার কয়েকটী কারণ পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। এক্ষণে অন্য যে প্রমাণ উপস্থিত করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া মহারাজ বোধ হয় যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন। বুঝিতে পারিবেন, ইংরেজ বণিক মুর্খ মুশলমান কর্ম্মচারী নহে।

উ। আপনার কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি

না। ইংরেজ যে চতুর, ধীশক্তিসম্পন্ন, তাহা জানিতে আমার বাকী নাই। জানিয়া শুনিয়া কে কবে নিদাঘের উত্তপ্ত বালুকাকণা হইতে উদ্ধার পাইবার মানসে অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া থাকে? আপনারা আমার বিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে কি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন, বলুন?

ম্যা। চরাধিপতি রাজা রামরাম সিংহের সহিত মহারাজ পরিচিত কি? রাজা রামরাম সিংহ নবাবের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নহেন কি? সেই রামরাম সিংহ গোপনে আপনার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই দূতের নিকট যে পত্র ছিল, তাহা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। মহারাজের সকল কৌশলই ব্যর্থ হইয়াছে!

উ। দশচক্রে ভগবান ভূত হন, এরূপ একটি প্রবাদ আছে। আমরা হিন্দু, সত্যের অপলাপ করিতে অভ্যস্ত নহি। আপনারা দূতের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, অন্যের পত্র যেরূপে হস্তগত করিয়াছেন বলিতেছেন, তাহা আপনাদিগের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ জাতির উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। দেশের লোকে মুশলমান রাজত্বে বিব্রত হইয়াছে। আপনাদিগের সরলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সহৃদয়তার উপর দেশের প্রজা সাধারণের ক্রমশঃ আস্থা স্থাপিত হইতেছে। নতুবা কলিকাতায়, আপনাদিগের কুঠির আশ্রয়ে, বাস করিবার জন্য লোকে এত ব্যগ্র হইবে কেন? আপনাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ধনপ্রাণ নিরাপদ হইবে, এই বিশ্বাসে কৃষ্ণবল্লভও কলিকাতায় আসিয়াছেন, আমিও এখানে বাস করিতেছি। আপনাদিগের এ ব্যবহার নীতিবিগর্হিত হয় নাই কি?

তাহার পর, রাজা রাম রাম সিংহ কি পত্র লিখিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা ও আমি অবগত নহি। যদি তর্কানুরোধে

স্বীকারই করা যায় যে, সেই পত্রে ইংরেজ বণিকের শত্রুতা করিতে রাজা আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাহাতে আমার দোষ কিসে সপ্রমাণ হইল? রাজা রামরাম সিংহ পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত আমি কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছি এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কি?

ম্যা। "আমি আপনার কথার শেষাংশ হইতে উত্তর প্রদান করিব। পত্রে লিখিত আছে, 'নবাব ইংরেজ কুঠি আক্রমনার্থ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। যুদ্ধের ফলাফল যাহা হয় হইবে—কিন্তু যাহাতে দেশীয় লোক কোনরূপ কষ্ট না পায়, তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত। নবাবেরও তাহাই ইচ্ছা। আপনি কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীদিগকে নিরাপদ স্থানে গমন করিতে বলিবেন এবং আপনিও তদনুরূপ কার্য্য করিবেন।"

"এখন কথা হইতেছে, রাজা রামরাম সিংহ আপনাকে পত্র লিখিলেন কেন? দ্বিতীয় কথা, আপনার যাহাতে কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্য নবাব পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন? ইহা হইতেই কি বুঝা যাইতেছে না যে, আপনার সহিত নবাবের ভিতরে ভিতরে কোনরূ ষড়যন্ত্র চলিতেছে।"

"তাহার পর আমাদিগের পত্র গ্রহণ ও পাঠের কথা; স্থান-কাল-পাত্রোচিত ব্যবহার নীতিবহির্ভূত নহে। কূট-রাজনীতির মর্ম্ম অবগত থাকিলে আপনি আমাদিগের কার্য্যে দোষারোপ করিতেন না। দূরদর্শিতা, জটিল রাজনীতিজ্ঞান প্রভৃতির অভাবে মুশলমান রাজত্বের অধঃপতন হইতেছে।"

দুর্গাদাস রায় এতক্ষণ নীরব ছিলেন, তিনি স্বপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। তিনি এক্ষণে বলিলেন, "সাহেব!

যদি আপনার কথাই সত্য হয়, তাহা হইলেও আমাদিগের সরলতাই সপ্রমাণ হইতেছে না কি? দুঃখের বিষয়, এতদিবস ইংরেজ বণিকের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া এক্ষণে আমরা অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছি। মহারাজ উমিচাঁদ যদি ইংরেজ বণিকের উপর বিরূপই হইতেন, তাহা হইলে এত কৌশল অবলম্বন করিবেন কেন, তিনি ইচ্ছা করিলে ফুৎকারে ইংরেজ বণিককে এদেশ হইতে উড়াইয়া দিতে পারিতেন ত।"

ম্যানিংহাম সাহেব দুর্গাদাস রায়ের শেষোক্ত কথায় বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিষবৃক্ষ রোপিত হইল। ইহার ফলে উমিচাঁদের সর্ব্বনাশ হইল।

ম্যানিংহাম চলিয়া যাইবার পর উমিচাঁদের কুটুম্ব ও কোষাধ্যক্ষ হাজারিমল্ল বলিলেন, মহারাজ! কুঠির ইংরেজ বণিকদিগের মনোভাব ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা, ধনজন লইয়া মহারাজ কলিকাতা ত্যাগ করুন।"

দুর্গাদাস রায়ও এই পরামর্শ অনুমোদন করিলেন। দুর্গাদাস রায়ের কথিত সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে পুরমহিলা ও ধন রত্নাদি প্রেরণ করা হইবে, স্থির হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরেজের মন্ত্রণা।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা বিপুল সৈন্যসহ প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন, কলিকাতায় ইংরেজ বণিকেরা ইহা বেশ বুঝিলেন। তাঁহারা নবাবকে তুষ্ট করণার্থ অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। নবাবের প্রধান অমাত্যবর্গকে 'পূজা' দিতে ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। নবাব অর্থের প্রয়াসী হইয়া কলিকাতা আক্রমণে সমুদ্যত হন নাই। তিনি ইংরেজ বণিককে স্বীয় প্রতাপ বুঝাইবার জন্য, সম্পূর্ণ বশীভূত করণাভিপ্রায়ে এই অভিযান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইংরেজ বণিক এক্ষেত্রে প্রথম হইতেই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন! এক্ষণে আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কর্ত্তব্য অবধারণার্থ সত্বর মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় কলিকাতা কুঠির যাবতীয় উচ্চ কর্ম্মচারী সমবেত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা কুঠির অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা বণিকবেশে এদেশে অবস্থান করিলেও, বীরের জাতি, বীরপুত্র। নবাব সৈন্য অগণিত হইলেও শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় আমাদিগের মরা উচিত নহে। পদদলিত হইলে নিরীহ ভেকও আত্মরক্ষার্থ সমুদ্যত হয়। মরিতে হয়, আমরা বীরের ন্যায় মরিব।"

হলওয়েল সাহেব বলিলেন, "ড্রেক সাহেবের কথাই ঠিক। নবাব আমাদিগকে অকারণে শত্রু-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। ফরাসীর সহিত ইংরেজের জলস্থলে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল; সে সময়ে চন্দননগর হইতে ফরাসীদিগের আমাদিগকে আক্রমণ করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। ফরাসীরা কলিকাতা কুঠি আক্রমণ করিলে নবাব সিরাজুদ্দৌলা কিছু আমাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া ফরাসী-দমনে অগ্রসর হইতেন না! এরূপ স্থলে জীর্ণ দুর্গের আবশ্যকোচিত সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া কি বিষম অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে?"

ম্যাকেট সাহেব বলিলেন, "কেবল ইহাই নহে। আমাদিগের উপর আরোপিত দোষাবলীর খণ্ডনার্থ যদি যুক্তি প্রদর্শন করাতেও আমাদিগের কোনরূপ অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাও মার্জ্জনা করিতে আমরা নানারূপ অনুনয় বিনয় সহকারে নবাব সমীপে প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। নবাব যদি সুবিচার করিতেন, আমাদিগের দেশের ন্যায় এদেশে শাসনদণ্ড পবিচালন করিবার যদি প্রথা থাকিত, যদি নবাব স্বেচ্ছাচারী না হইতেন—তাহা হইলে নবাব অকারণে আমাদিগের উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইতে পারিতেন না, আমাদিগের দণ্ড বিধানে অগ্রসর হইতেন না।"

কাপ্তেন মিন্‌চিন্ বলিলেন, "নবাবের রোষের দ্বিতীয় কারণ কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় প্রদান। কৃষ্ণবল্লভ অতিথিরূপে আমাদিগের শরণাগত হইয়াছে। আমরা কোন্ নীতি—কোন্ ধর্ম্ম—অনুসারে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিব? আমরা খৃষ্টান, ন্যায় ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়া আতিথ্যসৎকারে বিমুখ হইতে আমরা কখনই পারি নাই, পারিব না। নবাবের যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে তিরস্কার না করিয়া বরং পুরস্কার প্রদান করিতেন।"

কাপ্তেন গ্রাণ্ট বলিলেন, "আমরা যখন ন্যায়ধর্ম্মের পক্ষাবলম্বী—নির্দ্দোষ—তখন ভগবান আমাদিগের সহায় হইবেন। নবাবের বিরুদ্ধে আমরা বাধ্য হইয়া অস্ত্রধারণ করিতেছি, ইহাতে আমাদিগের তিলমাত্র অপরাধ নাই। তবে কথা হইতেছে, কলিকাতা হইতে গূঢ় সংবাদ কিরূপে নবাবের কর্ণগোচর হয়? এ গৃহশত্রু কে?"

ম্যানিংহাম সাহেব বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, উমিচাঁদই সর্ব্ব অনিষ্টের মূল। দুর্বৃত্ত আমাদিগের আশ্রয়ে বাস করিয়া আমাদিগের অনিষ্টাচরণে বিরত হয় নাই। ইহার নিমিত্ত তাহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করা উচিত।"

ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড "বলিলেন, আমারও তাহাই অভিমত। উমিচাঁদকে বন্দী করিয়া দুর্গ মধ্যে রাখা হউক। তাহার কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করা হউক। ইহাতে কেবল যে ষড়যন্ত্রকারী শত্রুর প্রতি উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা হইবে, তাহা নহে, এরূপ আদর্শ শাস্তিতে অন্য সকলেও ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণে নিবৃত্ত হইবে।"

হলওয়েল সাহেব বলিলেন, "এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের সম্মান রক্ষা হয়, তদুপায় নির্দ্ধারণ করা বিধেয়। আর সময় নষ্ট করা অনুচিত। কলিকাতার প্রবেশ-পথে, মহারাষ্ট্রীয় খাতের সান্নিধ্যে. পেরিং দুর্গ হইতে নবাব সৈন্যের গতিরোধ করিতে হইবে। যদি ইংরেজের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া নবাব ভীত হন, তাহা হইলে সেই সুযোগে আবার নবাবকে অর্থ দান করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলে, সম্ভবতঃ তিনি সম্মত হইতে পারেন। সুতরাং নবাবের তুষ্টি সম্পাদনার্থ অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়া সম্ভব। উমিচাঁদের নিকট হইতে এই অর্থলাভ করা ব্যতীত আমি অন্যোপায় দেখিতেছি না। উমিচাঁদের

নিকট ঋণ স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করা হউক। নবাব তুষ্ট হইবার পর আবার উমিচাঁদকে সুদসহ ঋণ পরিশোধ করিলেই চলিতে পারে।

ম্যা। উমিচাঁদকে অর্থ প্রত্যর্পণ করা আমাদিগের অত্যধিক উদারতা প্রদর্শন করা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। নতুবা তাহার ষড়যন্ত্রের—আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টার—সমুচিত শাস্তি স্বরূপ বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করা আমি অন্যায় মনে করি না। চরাধিপতি রাম রামসিংহ যে গুপ্ত-চর উমিচাঁদের নিকট পাঠাইয়াছিল, আমাদিগের সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে, তাঁহাকে ধরিতে না পারিলে, উমিচাঁদের ষড়যন্ত্রের কথা আমার কিছুতেই ত অবগত হইতে পারিতাম না।”

গুপ্তচরের কথায় সভাস্থ সকলেই গর্জ্জিয়া উঠিলেন। অতঃপর বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, উমিচাঁদের নিকট প্রথমে অর্থ চাহিতে হইবে। উমিচাঁদ যদি সহজে অর্থ প্রদানে সম্মত না হন, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা হইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যান।

মুরলা। কি হ'বে দিদি? নবাবের ক্রোধাগ্নিতে ইংরেজ বণিক ত ভস্মীভূত হইবেই, কিন্তু আমাদিগের উপায় কি?

লক্ষ্মী। ভয় কি বোন্! রাজাবাহাদুরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কৌশলে সকল বিপদই কাটিয়া যাইবে। রাজা বাহাদুর ত তোমার স্বামীকে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'আপনি যখন আমার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন, তখন আপনার কেশাগ্রও যাহাতে নবাব স্পর্শ করিতে না পারেন, আমি তাহা করিব।' ছোট রাজাকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার সময় তোমাদের সম্বন্ধে নবাব বাহাদুরকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য রাজা বাহাদুর বলিয়া দিয়াছেন। তোমরা আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছ বলিয়া নবাব আমাদের উপরও যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। যাহাতে তাঁহার সেই ক্রোধ প্রশমিত হয়, তোমার স্বামী নিষ্কৃতি পান, রাজা বাহাদুর তাহারই জন্য সতত সচেষ্ট। বুদ্ধিবলে তিনি কৃতকার্য্যও হইবেন।

মুরলা। রাজা উমিচাঁদ ব্যতীত অন্য কেহ আমার স্বামীকে রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়াই শ্বশুর মহাশয় তোমাদের আশ্রয়ে আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদের জন্য তোমরাও ভাই বিপন্ন হইয়াছ!

লক্ষ্মী। সে কি কথা? মানুষ মানুষের সাহায্য করে না ত অন্য কেহ করে কি? বিপদ্ না হইলে সাহায্যের প্রয়োজন কি?

সম্পদের সময় কাহাকেও সাহায্য করিতে হয় না। তুমি কি আমাদের "পর" ভাবছো ?

মুরলা। না ভাই ! তোমাদের "পর" ভাবিলে আমরা কি এখানে আসিতে পারিতাম ! তোমাদের যত্ন, আদর, এজন্মে ভুলিতে পারিব না ! এ ঋণের পরিশোধ দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু ভাই ! তবুও আমার মনে যেন কোথা থেকে আশঙ্কার উদয় হচ্ছে ! সদা সর্ব্বদাই মনে হ'চ্ছে, যেন সম্মুখে মহা বিপদ সমুপস্থিত। বিপদের কালচ্ছায়া চক্ষের উপর নৃত্য করিতেছে। ভাই ! তুমি কি মনে কর, নবাব আমাদিগকে বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দিবেন ?

লক্ষ্মী। নিশ্চয় ! সেদিন রাজাবাহাদুর বল্‌ছিলেন, নবাব সিরাজুদ্দৌলা যেরূপ সরল প্রকৃতির লোক, তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযানে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিলে —সকল দোষই মার্জ্জনা হইবে। আর এক কথা। তোমার শ্বশুর মহাশয়ের সহিত নবাব সিরাজুদ্দৌলা যে সন্ধি করিয়াছেন, তাহাতে তোমার স্বামীকে ক্ষমা করা একটী সর্ত্ত স্থির হইয়াছে।

মুরলা। আচ্ছা ! মেরী কয়দিন আইসে নাই কেন ? দিদি ! মেরীর চক্ষু দুইটা দেখিলে আমার মনে বড় ভয় হয়। মনে হয়, উহা সয়তানের চক্ষু—অমঙ্গলের সহচর। মেরীর দৃষ্টি কুটীলতামাখা। আচ্ছা ! ইংরেজ বণিক আমাদের লইয়া যাইবার জন্য কৈ লোকজন ত পাঠাইল না ?

লক্ষ্মী। ইংরেজ বণিক এক্ষণে আপনা লইয়াই ব্যস্ত—

লক্ষ্মীর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে উমিচাঁদের পত্নী মায়াদেবী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "রাজাবাহাদুরের ইচ্ছা, যথাসম্ভব ধনরত্ন লইয়া পুরমহিলারা কলিকাতা ত্যাগ করত স্থানান্তরে

গমন করেন। ইংরেজ বণিকেরা নাকি রাজাবাহাদুরের উপর বিরক্ত হইয়াছে। পাছে কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় তিনি এই উপায় অবলম্বন করিতেছেন। সে দিবস দুর্গাদাস রায় মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইংরেজ কুঠির এক ফিরিঙ্গিও মহারাজের নিকট আসিয়াছিল। ফিরিঙ্গির কথা শুনিয়া রাজাবাহাদুর ও দুর্গাদাস রায় চঞ্চল হইয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, নবাবের সহিত ইংরেজের বল পরীক্ষার ফলাফল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এক ব্রহ্মচারীর আশ্রয়ে আমাদিগকে থাকিতে হইবে। তা বোন্, তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের জন্যই ভয় বেশী। যাইতে হয়, তোমরা যাও। বাস্তু ভিটা ছাড়িয়া আমি কিন্তু যাইব না। আমি রাজা বাহাদুরের পায়ে ধরিয়া এখানে থাকিবার অনুমতি চাহিয়া লইব।"

লক্ষ্মী। দিদি! যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের মতে কোন কার্য্য করাই উচিত বলিয়া বোধ হয় না। স্থানান্তরে যাইতে হয়, যাইব। কলিকাতায় নবাব-সেনা প্রবেশ করিলে কাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

মু। কি কুক্ষণেই নবাবের কোপনয়নে আমরা পড়িয়াছি। আমরা যদি কলিকাতায় না আসিতাম, ইংরেজ যদি আমাদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত না হইত, তাহা হইলে ঢাকাতেই আমাদের ভাগ্য-পরীক্ষা হইয়া যাইত—এখানে আসিয়া তোমাদের এরূপ বিপন্ন করিতে হইত না।

মা। মুরলা ঐরূপ কথা বলিলে বস্তুতই আমাদের বড় কষ্ট হয়। কাহারও জন্য কাহারও বিপদ হয় না, অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই ঘটে। যাহা হউক, আমার কিন্তু বাড়ী ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে

,মন সরিতেছে না! যদি আমাদের বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে রাজাবাহাদুরেরও ত বিপদ ঘটিবে! তাহার পর, ঠাকুরপো মুর্শিদাবাদে গিয়াছেন, তাঁহার বিপদেরও ত ইয়ত্তা থাকিবে না! সকলকে বিপদ-সাগরে ফেলিয়া আমরা যে প্রাণ বাঁচাইতে পলাইব, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।

ল। দিদি, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কথা কি রাজাবাহাদুর শুনিবেন? পুরমহিলার মান সম্ভ্রম রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বলিয়া রাজাবাহাদুর হয় ত আমাদিগের আপত্তি উড়াইয়া দিবেন।

ম। ঠিক্ বলিয়াছ ভগিনি! রাজাবাহাদুর ঐ কথাই বলিয়াছেন। আমি তাঁহার কথায় আপত্তি করায় তিনি ঐ কথা বলিয়াই আমাকে নিরুত্তর করিয়াছেন।

ল। ভগবান্ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই এ বিপদ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন। রাজাবাহাদুর যখন আমাদের যাইবার জন্য আদেশ দিয়েছেন, তখন যাইতেই হইবে।

মা। দুর্গাদাস রায় কয়েকজন সন্ন্যাসীর সহিত শিবিকাদি লইয়া অদ্য রাত্রিতেই উপস্থিত হইবেন। আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে রাজাবাহাদুর আদেশ করিয়াছেন। চল আমরা প্রস্তুত হইগে।

এই সময়ে বিবি মেরী তথায় উপস্থিত হইল। মেরী বলিল, "মুরলা দিদির অদ্য আমাদিগের দুর্গে যাইবার কথা আছে।"

মায়া বলিলেন, "ধন্য তোমাদের সাহস! তোমাদের আক্রমণ করিতে নবাব আসিতেছেন, অথচ তোমাদের মুখে একটুও ভয়ের চিহ্ন নাই।"

মে। ভয় করিয়া কি করিব? তোমরা ভয় করিয়াই বা কি করিতেছ?

মা। আমরা ভয়ে ঘর বাড়ী ছেড়ে পলাইবার উপক্রম করিতেছি।

মেরীর উপর লক্ষ্মী দেবীর প্রথমাবধি সন্দেহ ছিল। পাছে মায়া দেবীর কথায় গুপ্ত-রহস্য মেরীর নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলিলেন "না বিবি! দিদির কথা শোন কেন? আমরা আবার কোথায় যাব?"

মে। লক্ষ্মী বহিন্! আমার কাছে কথা গোপন করিতেছ দেখিতেছি। তোমরা মনে কর আমরা কিছু জানি না। কিন্তু তোমাদের পলায়নের কথা আমরা সব জানি।

বলা বাহুল্য, বিবি মেরী প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার মানসে মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়াছিল। নতুবা সত্য সত্যই ইংরেজ বণিকেরা উমাচাঁদের পুরাঙ্গনাদিগের স্থানান্তরে গমনের কোন কথাই বিদিত ছিল না।

এমন সময়ে এক পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "রাজাবাহাদুর গৃহকর্ত্রীকে আহ্বান করিতেছেন। দুর্গাদাস রায় কতিপয় সন্ন্যাসীসহ শিবিকা লইয়া আসিয়াছেন।" মেরী আর কোন কথা কহিল না, সকল ব্যাপার বুঝিয়া ত্বরিতগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিল। মায়া, লক্ষ্মী ও মুরলা অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বিধিলিপি।

ইংরেজ বণিক শুনিলেন, যে কৃষ্ণবল্লভের জন্য তাঁহাদিগের এত বিপদ, যে কৃষ্ণবল্লভের পিতা ঢাকায় অবস্থানকালীন তাঁহাদিগের শত্রুতাচরণে ত্রুটী করেন নাই, যে কৃষ্ণবল্লভের পিতা তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাপর সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পরামর্শ দিয়া আসিয়াছেন—ঘাসেটী বেগমের নামে সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে স্বতঃপরতঃ সচেষ্ট বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ-বল্লভের পিতা রাজা রাজবল্লভ সিরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরেজের বিপক্ষে এক্ষণে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। ইংরেজের আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। ইহার উপর আবার পবন পাবকের সহায় হইল। ম্যানিংহাম ও ফ্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবদ্বয় কৃষ্ণবল্লভ ও উমিচাঁদের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগের কর্ণে নানারূপ কুমন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিলেন। কাজেই সহজেই কৃষ্ণবল্লভ ও উমিচাঁদের উপর ইংরেজ বণিকদের বিষম সন্দেহের উদয় হইল। ম্যানিংহাম কৌশলে সভাস্থ ড্রেক প্রভৃতি উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদেশ বাহির করিয়া লইলেন যে, কৃষ্ণবল্লভ ও উমিচাঁদকে বন্দী করিয়া ইংরেজ দুর্গে রাখা হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মাতিশয্যে মনুষ্য মাত্রেই ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে, দিবাভাগে—মনুষ্যের কথা ত দূরে—বন্য জন্তুরও গ্রীষ্ম প্রকোপে তিষ্টান

ভার হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি সমাগমে ধরিত্রী কথঞ্চিৎ যেন শীতল হয়, গ্রীষ্মের প্রতাপ কিছু হ্রাস হয়। আমরা যে সময়ের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেছি, সে সময়ে কলিকাতা শ্বাপদসঙ্কুল থাকিলেও লোকে শীতল বায়ু সেবনার্থ গৃহের বাহির না হইয়া থাকিতে পারিত না। আজি নৈশান্ধকারে ইংরেজ সেনা বীরদর্পে দুর্গমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া উমিচাঁদের প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছে—ইহা দেখিবার নিমিত্তও নাগরিকেরা গৃহের বাহিরে আসিয়াছে। সকলেই দেখিল, ম্যানিংহাম সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজ সেনা পরিচালিত হইতেছে।

সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমনোদ্দেশে আসিতেছেন, তাঁহারই গতিরোধার্থ ইংরেজ হয় ত কুচকাওয়াজ করিতেছে, অথবা কুঠি রক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছে, নাগরিকদিগের প্রথমে ইহাই অনুমান হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ সেনা যখন উমিচাঁদের প্রাসাদাভিমুখে চলিল, তখন লোকের মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে উমিচাঁদের বাটী হইতে কতিপয় পুরমহিলা স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার উপর ইংরেজ সেনার অভিযান, দেশীয়-দিগের মনে সন্দেহ ও ভয়ের সঞ্চার করিল। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ব্যাপার দেখিবার জন্য উমিচাঁদের প্রাসাদের দিকে গমন করিল।

ম্যানিংহাম ও ক্লাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব স্বদলে উমিচাঁদের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। উমিচাঁদের দ্বাররক্ষক জগন্নাথ সিংহ তাঁহাদিগের গতিরোধ করিল। উভয় দলে বিষম যুদ্ধ বাধিল। উমিচাঁদের অনুচরবর্গ এরূপ আকস্মিক আক্রান্ত হওয়ায় এবং সংখ্যার অল্পতা-নিবন্ধন সত্বরই পরাস্ত হইল। তখন জগন্নাথ সিংহ সিংহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে কতিপয় দ্বাররক্ষক সহ দণ্ডায়মান হইল। ম্যানিংহাম সর্ব্বপ্রথমে প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক

সম্মুখেই কৃষ্ণবল্লভকে দেখিতে পাইলেন। তখনই তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া সামান্য তস্করের ন্যায় রাজপথে বাহির করিয়া আনিলেন। তাহার পর ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব ঐরূপ অবস্থায় ঊমিচাঁদকে লইয়া আসিলেন। ইংরেজ সেনা বাটী লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যখন অন্তঃপুর অভিমুখে ইংরেজ সেনা ছুটিল, তখন জগন্নাথ সিংহ আবার সিংহ-পরক্রেমে তাহাদের গতিরোধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকে সেই বহুসংখ্যক ইংরেজ সেনার আক্রমণে বাধা প্রদানে সমর্থ হইবে কেন? জগন্নাথ সিংহ যখন দেখিল, ফিরিঙ্গী সেনার গতিরোধ করা অসম্ভব, তখন ঊলঙ্গ কৃপাণ হস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যে ঊমিচাঁদের অন্নে জগন্নাথ সিংহ বহুকাল প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই ঊমিচাঁদের অসূর্য্যম্পশ্যা কুলকামিনীদিগের ঊপর ফিরিঙ্গীরা অত্যাচার করিবে, ইহা জগন্নাথ সিংহ প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারে কি? জগন্নাথ সিংহ জাতিতে রাজপুত। পাঠান আক্রমণে রাজপুত-রমণী কিরূপে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিত, জগন্নাথ তাহা বাল্যকালে গল্পচ্ছলে শুনিয়াছিল। রাজপুতের ধমনীতে তখন ঊষ্ণ শোণিত বহিতেছিল। জগন্নাথ ভাবিল, তুচ্ছ এ জীবন, যখন প্রভুর অন্তঃপুরবাসিনীদিগের মান সম্ভ্রম ও জাতি কুল রক্ষা করিতে পারিলাম না। জগন্নাথ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিল এবং তন্মধ্যে রমণীদিগকে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিল। এই সময়ে ইংরেজ সেনা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিল। জগন্নাথ ঊপায়ান্তর না দেখিয়া স্বহস্তে পুরস্ত্রীদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। জগন্নাথ বুঝিল, ইহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি ফিরিঙ্গীর করস্পর্শে হিন্দু রমণীর কায়া কলুষিত হওয়া ঊচিত নহে। জগন্নাথ আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিল না—

করিবার অবকাশ পাইল না—স্বহস্তে ত্রয়োদশটী পুরললনার কুসুম কোমল দেহ হইতে শিরঃ বিচ্ছিন্ন করিল। তখন জগন্নাথ উন্মত্ত—বাহ্যিক জ্ঞানপরিশূন্য। উমিচাঁদের অন্তঃপুরে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল! এদিকে চিতাকুণ্ডের ধূমে অন্তঃপুর আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বহ্নিদেব লোলজিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক উমিচাঁদের সেই মনোরম প্রাসাদ গ্রাস করিতে উদ্যত করিল। অগ্নি বিস্তার হওয়ায় চারিদিক ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। জগন্নাথ প্রভু-পরিবারকে নিহত করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করণ মানসে স্বীয় বক্ষে সজোরে অসিফলক বিদ্ধ করিল। বলা বাহুল্য, সেই আঘাতেই জগন্নাথ সিংহ ধরাশায়ী হইল। ফিরিঙ্গীরা এরূপ দৃশ্য কখন দেখে নাই। তাহারা ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না; ভাবিল, জগন্নাথ সিংহ নিমকহারাম, নরপিশাচ। দেশীয়েরা কিন্তু বিপরীত ভাবে জগন্নাথের কার্য্যাবলীর অর্থ গ্রহণ করিল, তাহারা জগন্নাথকে দেবতা জ্ঞান করিল।

ইংরেজ সেনা যখন দেখিল, তাহাদিগের বিরুদ্ধে স্বয়ং ব্রহ্মা দণ্ডায়মান হইয়াছেন, হুতাশন-প্রকোপ হইতে আর কিছুই উদ্ধার করা সম্ভবপর নহে—তখন তাহারা উমিচাঁদের বাটী ত্যাগ করিল—সামান্য দস্যু তস্করের ন্যায় কৃষ্ণবল্লভ ও উমিচাঁদকে দুর্গাভিমুখে টানিয়া লইয়া চলিল। নাগরিকেরা হায় হায় করিতে লাগিল। উমিচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "আমি মহাপাপী! ম্যানিংহাম সাহেব! আমার একেবারে প্রাণ সংহার কর! কেন এরূপে আমাকে যন্ত্রণা দিয়া মারিতেছ?" উমিচাঁদ তখন উন্মত্তপ্রায়—

এদিকে এই ব্যাপার যখন ঘটিতেছিল, তখন অদূরে বনান্তরালে কতিপয় সন্ন্যাসী সহ দুর্গাদাস লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

দুর্গাদাস রায়ের এক একবার প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল, ফিরিঙ্গী সেনাকে আক্রমণ করিয়া উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে উদ্ধার করেন। কিন্তু দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর আদেশে তিনি তাহা হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইলেন। দেবানন্দ ব্রহ্মচারী স্পষ্টই বলিয়াছেন, মুসলমান ফিরিঙ্গীর বিবাদে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ অস্ত্রধারণ করিবে না—তাঁহারা দুঃখক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দুঃখ বিমোচনেই নিরত থাকিবে। ফিরিঙ্গী সেনা জয়োল্লাস করিয়া চলিয়া যাইবার পর, সন্ন্যাসীরা ফিরিঙ্গীর অলক্ষিতে দুর্গাদাস রায়ের প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইল। আহত জগন্নাথ সিংহকে তাহারা উঠাইয়া লইল। উমিচাঁদের প্রাসাদাভ্যন্তরে সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নিরাশির মধ্যে সন্ন্যাসীরা যেন মন্ত্রপুত দেবতার ন্যায় প্রবেশ করিল। বাটীর যেস্থানে তখনও অগ্নি প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই—সেই স্থানে কতিপয় অন্তপুরাঙ্গনা তখনও কম্পিত কলেবরে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। সন্ন্যাসীরা তাহাদিগকেও উদ্ধার করিয়া সেই লোমহর্ষণ দৃশ্য পরিত্যাগ করিল। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। যে ইংরেজ বণিক উমিচাঁদের ধনাগারে অর্থাগমের পথ শতমুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ইংরেজের কোপে পতিত হইয়া উমিচাঁদ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কারাবন্দী হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—o—

কোন্ পাপে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে—মহারাষ্ট্রীয় খাতের পরপারে, জাহ্নবী তীরে কয়েকটী পর্ণকুটীরে দেবানন্দ ব্রহ্মচারী সশিষ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থানেই মায়াদেবী, মুরলা, ও লক্ষ্মীদেবী আনীতা হইয়াছেন। দেবানন্দ স্বামী বসিয়া আছেন। অদূরে উত্তাল তরঙ্গমালা বক্ষে ধারণ করিয়া ভাগিরথী ভীমবেগে সাগরোদ্দেশ্যে প্রধাবিতা হইতেছেন। দুই এক দিবসের মধ্যেই কলিকাতার যে প্রলয় উপস্থিত হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস প্রকাশ মানসে প্রকৃতি সতী যেন অদ্য ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে আকাশ নির্ম্মল ছিল, এক্ষণে তাহা জলদপটলসমাচ্ছন্ন হইয়াছে। রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে নদীতীরস্থ বৃক্ষরাজি পিশাচবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রবল বায়ুবেগে বিটপীশ্রেণীর পল্লবাদি-সঞ্চারণ-জনিত শন্‌শন্ শব্দ জলকল্লোলের সহিত সম্মিলিত হইয়া পৈশাচী ভাষার যেন অবতারণা করিতেছিল। সেই গভীর নিশীথে, ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া দুর্গাদাস রায় সন্ন্যাসীগণ সহ মৃতকল্প জগন্নাথ সিংহকে স্কন্ধে ও কতিপয় স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া উপনীত হইলেন। জগন্নাথ সিংহের তখন আদৌ সংজ্ঞা ছিল না। জগন্নাথ সিংহকে তদবস্থায় দেখিয়া দেবানন্দ স্বামী স্তম্ভিত হইলেন। ব্যাপার কি, তাহা জিজ্ঞাসা করায়, দুর্গাদাস রায় সকল কথাই বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন। দেবানন্দ স্বামী

তখনই একটা ঔষধ দ্বারা জগন্নাথ সিংহের ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিলেন। মুরলা, লক্ষ্মী ও মায়াদেবী তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। দেবানন্দ ব্রহ্মচারী নানারূপে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। মায়াদেবী বলিলেন, "প্রভো! কোন্ পাপে আমাদিগের এই সর্ব্বনাশ হইল? স্বামী কারাগারে, আত্মীয় স্বজন নিহত, গৃহাদি ভস্মীভূত। আর কাহার মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিব? গঙ্গাগর্ভে এ জীবন বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ।" মায়াদেবী, লক্ষ্মী, মুরলা সকলেই রোদন করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের সে সময়ের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যাইত। জিতকাম, সংসারাসক্তিশূন্য নির্ম্মায়িক দেবানন্দ স্বামীরও অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

দেবানন্দ স্বামী চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "জীবমাত্রই কর্ম্মফলাধীন। সকলই যে কেবল বর্ত্তমান জন্মের ফলভোগ করিয়া থাকে, তাহা নহে, অনেক সময়ে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফল ভোগও করিতে হয়। রাজা কৃষ্ণবল্লভই বল, আর উমিচাঁদই বল, হয় ইহ জন্মে এরূপ কোন পাপ করিয়াছেন, যাহা আমরা অবগত নহি, নতুবা পূর্ব্ব জন্মের পাপ ছিল, তাহারই ফলভোগ করিতেছেন। এই বিশ্বচরাচরে কর্ম্মহীন কি কর্ম্মশূন্যভাবে কেহই অবস্থান করিতে পারে না। সুতরাং ইহার নিমিত্ত অনুতাপ বা শোক করা অনুচিত। যে সম্বন্ধ প্রবল ভাবিয়া আমরা সুখে আনন্দ এবং বিপদে মুহ্যমান হইয়া পড়ি, সে সম্বন্ধ জীবনাবধি ব্যতীত আর কিছুই নহে। নদী-বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে দুইটী কাষ্ঠফলক একত্র হইয়া আবার যেরূপ পৃথক হইয়া যায়—পরস্পরে কোন সম্বন্ধ থাকে না—মানব-জীবনের সম্বন্ধও তদ্রূপ। তোমরা যাঁহাদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ

করিতেছ, শোকার্ত্ত হইতেছ—জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে এবং দেহত্যাগের পরে তাহাদিগের সহিত তোমাদিগের কোন সম্বন্ধ ছিল বা থাকিবে কি? মৃত্যুর পর, মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, শ্বশুর শ্বশ্রূ, স্বামী স্ত্রী, শত্রু মিত্র প্রভৃতি কোন সম্বন্ধ থাকে কি? তখন একের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত অন্যে অগ্রসর হয় না বা কোনরূপ কাতরতা প্রকাশ করে না। সুতরাং এই মায়া-প্রপঞ্চে বদ্ধ জীব নিরন্তর যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা বৃথা ও অনিত্য এবং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা কর্ম্মসূত্রনিবন্ধন ঘটিতেছে, ইহা স্থির জানিও। ইংরেজ বণিক যদি অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত নিশ্চয়ই ফলভোগ করিতে হইবে। আজি হউক, কালি হউক, অথবা জন্মান্তরে হউক, ইহার ব্যতিক্রম কখনই ঘটিবে না, ঘটিতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম, তোমরা বৃথা আক্ষেপ করিয়া শরীর ও মনের ক্লেশোৎপত্তি কেন করিতেছ? যাহা হইবার হইয়াছে। অতীত কর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিয়া, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে কি কর্ত্তব্য, তাহাই নির্দ্ধারণ কর। বৎস দুর্গাদাস! তুমি জগন্নাথ সিংহের বিশেষ সেবা শুশ্রূষা কর, যাহাতে সে সত্বর সুস্থতা লাভ করে, তজ্জন্য সচেষ্ট হও। নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছেন। আমার ইচ্ছা, এই জগন্নাথ সিংহকে এবং তোমাকে লইয়া নবাব বাহাদুরের সহিত আগামী কল্য সাক্ষাৎ করি।"

দু। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কিন্তু আমাকে করিম খাঁর কারাগার হইতে সন্ন্যাসীর দল বলপূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছে, রাজধানীতে করিমের ন্যায় জনৈক পদস্থ ব্যক্তির বাটীতে দস্যুতা করিয়াছে, ইত্যাদি কথা নবাব বাহাদুরের সম্ভবতঃ কর্ণগোচর হইয়াছে। আমি

শুনিয়াছি, স্বয়ং করিম খাঁ এই সংবাদ লইয়া নবাবের নিকট আগমন করিয়াছে। প্রভো ! এরূপ অবস্থায় আমাদিগের নবাবের নিকট গমন করা যুক্তিসঙ্গত কি ?

দে। করিম খাঁ আসিয়াছে বলিয়াই আমি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অধিকতর অভিলাষী।

ল। প্রভো ! আমাদিগের উপায় কি হইবে ?

দে। বৎসে ! ভীত হইও না। যাহাতে রাজা উমিচাঁদ এবং কৃষ্ণবল্লভ মুক্ত হন, আমি তদুপায় করিব।

মা। নবাব আমাদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি যদি আমাদিগের এখানে অবস্থানের কথা অবগত হন, তাহা হইলে আমাদিগেরও পরিত্রাণের বোধ হয় সম্ভাবনা থাকিবে না।

দে। যাহাতে তোমাদিগের নূতন কোন বিপদ না ঘটে, তৎপ্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমার বিশ্বাস, নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিলে তিনি ক্রোধের পরিবর্ত্তে সমবেদনাই প্রকাশ করিবেন। নবাব যদি কলিকাতা অধিকারে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভ তাঁহার হস্তে পতিত হইবেনই। তখন তাঁহার রোষানল হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করা কঠিন হইবে।

দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর উদ্দেশ্য তখন সকলেই বুঝিল। লক্ষ্মী, মায়াদেবী ও মুরলা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

—(*)—

নবাবের সভা।

এখন যে স্থান বরাহনগর নামে খ্যাত, নবাব সিরাজুদ্দৌলা সসৈন্যে তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। সম্মুখেই মহারাষ্ট্র খাত অসম্পূর্ণ অবস্থায় পতিত। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে নবাব বাহাদুর সভায় পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া সমাসীন হইয়াছেন। কোন্ পথে কলিকাতায় প্রবেশ করিবার সুবিধা হইবে, তাহার চিন্তাতেই সকলে মগ্ন। সম্মুখে পেরিং দুর্গে রণসাজে ইংরেজ সেনা অবস্থিত। এ দিকে গঙ্গাবক্ষে ইংরেজের রণপোত ভাসিতেছে। সুতরাং খাত অতিক্রম করিয়া, শত্রু সেনা পরাস্ত করিয়া, নগরে প্রবেশ অনায়াস-সাধ্য বা সুবিধাজনক নহে। পার্শ্বে বন্যজন্তুপূর্ণ জঙ্গল। কাজেই সকল প্রকার অসুবিধা হইলেও, খাত অতিক্রম করা ব্যতীত অন্যোপায় নাই, স্থির হইল।

এরূপ সময়ে দুর্গাদাস রায় ও জগন্নাথ সিংহকে সমভিব্যাহারে লইয়া দেবানন্দ স্বামী সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। দেবানন্দ স্বামীর তেজঃপুঞ্জ বদনমণ্ডল দেখিয়া নবাব সিরাজুদ্দৌলার মনেও ভক্তির উদ্রেক হইল। করিম খাঁ দুর্গাদাস রায়কে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

আগন্তুকেরা যথাবিধি অভিবাদন করিবার পর নবাব সিরাজুদ্দৌলা সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে সন্ন্যাসীর কি প্রয়োজন?"

দে। সাহানসা! অধীন আপনার জনৈক দীন হীন প্রজা! নরপতির সুখ দুঃখে প্রজা সমভাগী হইয়া থাকে। রাজার সুখে অরণ্যে বাসও ক্লেশদায়ক হয় না। জাহাপনা! আপনার রাজ্যে প্রকৃতিপুঞ্জ যদি আপনার অজ্ঞাতে অত্যাচারিত হইতে থাকে, তাহা আপনার কর্ণগোচর করান উচিত। কারণ অপরাধীর দণ্ডবিধানের কর্ত্তা আপনি ব্যতীত ইহলোকে আর কে আছে? আর কেবল তাহাই নহে। অপরাধী দণ্ডিত না হইলে—রাজ্যে অত্যাচার অবিচার অব্যাহত থাকিলে—আপনারই কলঙ্ক প্রচারিত হইবে। তাই, অসময় হইলেও, হুজুরের সমীপে অভিযোগ উপস্থিত করিতে ইঁহারা আসিয়াছেন।

সি। আমার কোন্ প্রজার উপর কে অত্যাচার করিয়াছে, বলুন? আপনার সমভিব্যাহারে এই দুইজন লোকই বা কে?

দে। হুজুর! আমার সঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম দুর্গাদাস রায় এবং অন্য জনের নাম জগন্নাথ সিংহ।

দুর্গাদাস রায়ের নাম শুনিবামাত্র সিরাজুদ্দৌল্লা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এই পাপিষ্ঠই, ধূর্ত্ত উমিচাঁদের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আমার শত্রুতাচরণ করিয়াছে, ইংরেজ বণিককে সাহায্য করিয়াছে? করিম খাঁর নিকট আমি ইহার সকল দুষ্কার্য্যেরই সংবাদ পাইয়াছি। আমার আদেশে করিম খাঁ উহাকে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। যে সন্ন্যাসীর দল রাজাদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, আমার রাজধানীতে দস্যুতা করিয়া, দুর্গাদাস রায়কে মুক্ত করিয়াছে, সেই সন্ন্যাসীর দলের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে নাকি? যদি থাকে, তাহা হইলে তোমাকেও অচিরে তজ্জন্য যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে।

দে। জাহাপনা! আপনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব, হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। নরপতির দায়িত্ব অতীব গুরুতর, ইহা আপনার অবিদিত নাই। যিনি লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের অধিপতি—যাঁহার ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ প্রজার সুখ দুঃখ সমুদিত হইয়া থাকে, ভাগ্যনেমী বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে—তিনি যদি স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারপরায়ণ, নির্ব্বোধ হন,—তিনি যদি মনে করেন, বিলাসিতার সুকোমল শয্যায় শয়ন করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম,—তাহা হইলে তাঁহাকে মহাপাপের ভাগী হইতে হয়, তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফল সত্বর উপভোগ করিতে হয়। প্রজার হাহাকারে—যিনি রাজার রাজা, পাতসাহের পাতসাহ—সেই পরম করুণানিদান জগদীশ্বরের আসন টলিয়া যায়, রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজুদ্দৌলা তদনুরূপ হন নাই। আপনার হৃদয় দয়া-দাক্ষিণ্যমণ্ডিত; প্রজারঞ্জনের ইচ্ছা আপনার আছে। তবে যৌবনের চাঞ্চল্যে আপনার যে কখন পদস্খলন হয় না, তাহা বলিতে পারা যায় না। সাহানসা! সন্ন্যাসীর স্পষ্টবাদিতায় ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, মিথ্যাকে ঘৃণা করি এবং 'সত্যের জয় সর্ব্বত্র হয়' ইহা বিশ্বাস করি। এই যে দুর্গাদাস রায়ের সম্বন্ধে হুজুরের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ইহা ভিত্তিহীন কি না, তাহা কি নবাব বাহাদুর কখনও অনুসন্ধান করিয়াছেন? কেবল করিম খাঁর কথার উপর নির্ভর করিয়াই সকল কার্য্য করা আপনার কর্ত্তব্য হইয়াছে কি?

সি। সন্ন্যাসী! আমার সম্মুখে এ ভাবে এ পর্য্যন্ত কেহ কথা কহিতে সাহসী হয় নাই। তোমার নির্ভীকতায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আমি জানি, সত্যবাদী ব্যতীত, কেহ কখন এরূপ নির্ভীক

ভাবে কথা কহিতে পারে না। তুমি কি বলিতে চাহ, দুর্গাদাস রায় নির্দ্দোষ ?

দে। জাহাপনা ! আমি সহস্র বার দুর্গাদাস রায়কে নির্দ্দোষ, রাজভক্ত প্রজা বলিতে পারি। সাধ্য থাকে, করিম খাঁ ইহার প্রতিবাদ করুন !

সভাস্থ সকলের দৃষ্টি তখন করিম খাঁর দিকে বিন্যস্ত হইল। দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া এবং ব্রহ্মচারীর উজ্জ্বল চক্ষু হইতে সে সময়ে যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতেছিল, সেই জ্যোতিতে করিম খাঁকে অভিভূত হইতে দেখিয়া সকলের মনেই করিম খাঁর অপরাধের কথা স্থির হইল। করিম খাঁর অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেল—করিম খাঁ ব্যাতাতাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। করিম খাঁকে নিরুত্তর দেখিয়া দেবানন্দ ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "সুবে বাঙ্গলার নবাবের নিকট এক্ষণে দুর্গাদাস রায় ও এই জগন্নাথ সিংহ অভিযোক্তারূপে আসিয়াছে। দুর্গাদাস রায়ের কন্যার রূপে মোহিত হইয়া, দুর্গাদাস রায়কে পাপ প্রস্তাবে সম্মত করাইতে না পারিয়া, দুর্গাদাস রায়ের কন্যাকে হস্তগত করণাভিপ্রায়ে, এই নীচাত্মা নরাধম করিম খাঁ মিথ্যা দোষারোপপূর্ব্বক সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, তাহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়া আনিয়া তাহার কন্যার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিয়াছে। যিনি দেশের রাজা, তিনি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিচার করিবেন, প্রজারা ইহাই আশা করে। দুর্গাদাস রায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হউক, ইহাই সন্ন্যাসীর প্রার্থনা।

"দ্বিতীয় অভিযোগ—ইংরেজ বণিকদিগের মধ্যে ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড নামক দুই ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে। করিম খাঁর কৌশলে যেরূপ দুর্গাদাস রায়ের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ম্যানিংহামের কৌশলে তদ্রূপ

ঊমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ঊভয়ে এক্ষণে ইংরেজ দুর্গে বন্দী। ঊমিচাঁদের পত্নী ও ভ্রাতৃজায়া এবং কৃষ্ণদাসের পত্নী নিকটস্থ এক পর্ণকুটীরে বাস করিতেছে। ঊমিচাঁদের সেই প্রাসাদ ফিরিঙ্গীরা লুণ্ঠন করিয়াছে। পাছে ম্লেচ্ছেরা পুরমহিলাদিগের ঊপর কোনরূপ অত্যাচার করে, সেই আশঙ্কায় এই প্রভুভক্ত দৌবারিক জগন্নাথ সিংহ ত্রয়োদশটী মহিলার স্বহস্তে শিরশ্ছেদন করিয়াছে। অগ্নি প্রকোপে ঊমিচাঁদের সেই প্রাসাদসদৃশ মনোহর অট্টালিকা ভস্মীভূত হইয়াছে।

সি। ঊত্তম হইয়াছে।—যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল পাইয়াছে। ঊমিচাঁদ এতাবৎকাল আমাদিগের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া অবশেষে আমারই বিরূদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল—ফিরিঙ্গীর পক্ষাবলম্বন করিতে ত্রুটী করে নাই।

দে। হুজুরের এ অনুযোগও অমূলক। ইংরেজ বণিক ঊমিচাঁদকে অবিশ্বাস করে; ভাবে, সে নবাব বাহাদুরের পক্ষাবলম্বী। পক্ষান্তরে আপনি তাঁহাকে ইংরেজ বণিকের সহায়তাকারী বলিতেছেন! ইহার মধ্যে কোনটিই যথার্থ নহে। ঊমিচাঁদ ঊভয় পক্ষেরই হিতৈষী। যাহাতে বিবাদ না ঘটে, তজ্জন্য ঊমিচাঁদ বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছে। ঊমিচাঁদের বিরুদ্ধে যে আপনার নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে, সে সম্ভবতঃ কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির আশায় ঐরূপ করিয়া থাকিবে।

"পরিশেষে সন্ন্যাসীদলের দ্বারা করিম খাঁর বাটী লুণ্ঠনের কথা রাজধানীতে দস্যুতার অভিযোগ। হুজুর! ঊহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই তজ্জন্য দণ্ডার্হ। কিন্তু সন্ন্যাসীর দল আদৌ কোনরূপ পীড়ন বা লুণ্ঠন করে নাই; করিম খাঁর কবল

হইতে হিন্দু কুলললনাকে উদ্ধার এবং নির্দ্দোষ দুর্গাদাস রায়কে সপুত্র মুক্ত করিয়াছে। দুর্গাদাস রায়কে হুজুরের দরবারে উপস্থিত করিয়া যথাযোগ্য বিচারের জন্য এরূপ করা হইয়াছে। যদি দুর্গাদাস পলাতক হইতেন, যদি আমি হুজুরের দরবারে উপস্থিত না হইতাম, তাহা হইলে দস্যুতার অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিত। করিম খাঁর নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া হুজুরের সমীপে বিচারার্থে দুর্গাদাসকে নীত করা কি অন্যায় কার্য্য হইয়াছে ?

এরূপ সময়ে সহসা মেঘগর্জ্জনের ন্যায় কামান হইতে মহাশব্দে অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিস। সভাভঙ্গ হইয়া গেল। সিরাজুদ্দৌলা যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুণ্যের জয়।

দ্বারপাল জগন্নাথ সিংহের পরামর্শক্রমে মুশলমান সেনা কলিকাতায় প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। ইংরেজ বণিকের উপর তখন জগন্নাথ সিংহের বিজাতীয় ক্রোধ হইয়াছিল। জগন্নাথ সিংহ উমিচাঁদের বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। প্রভুর সর্ব্বনাশে তাহার হৃদয় কাঁদিবে, জিঘাংসা বৃত্তি প্রবল হইবে, বিচিত্র ব্যাপার নহে।

কি করিয়া ইংরেজ সেনা পরাজিত হইল, নবাব সেনা কিরূপে ইংরেজ দুর্গ অধিকার করিল—কাপুরুষ ড্র্যাঙ্কল্যাণ্ড ও ম্যানিংহাম কিরূপে সর্ব্বাগ্রে পলায়ণ করিল, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন, সুতরাং সে সকলের বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজের দুর্গে সভা আহ্বান করিলেন। সেনাপতি মিৰ্জাফর, রাজা রাজবল্লভ প্রমুখ প্রধান অমাত্যবর্গ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। করিম খাঁকে কিন্তু কেহ দেখিতে পাইল না।

প্রথমেই হলওয়েল প্রমুখ ইংরেজ বন্দীরা আনীত হইলেন। নবাব বাহাদুরের অনুমতিক্রমে হলওয়েল সাহেবের হস্তপদের বন্ধন মোচন করা হইল। যে ইংরেজ বণিককে শাস্তি প্রদানার্থ নবাব সিরাজুদ্দৌলা সশরীরে যুদ্ধক্লেশ সহ্য করিয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, সকলেই মনে করিয়াছিল, সেই ইংরেজ বণিকদল বন্দীরূপে তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেই তিনি নৃশংসতার সহিত

তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া বরং তৎপরিবর্ত্তে সহাস্যবদনে সদ্ব্যবহারে হলওয়েল প্রভৃতি সাহেবকে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটী করিলেন না। সকলেই বিস্মিত হইল।

উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ বণিক তাঁহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহাদিগের হৃদয় প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইতেছিল—রোষে ক্ষোভে তাঁহারা ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছিলেন। নবাবের সদাচরণ তাঁহাদিগের প্রীতিকর হইল না। তাঁহারা যুক্তকরে নবাব বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! জনপালক! রাজরাজেশ্বর! এই ইংরেজ বণিক আমাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, সপরিবারে বাস্ত বিদগ্ধ করিয়াছে—আমাদিগের জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। জাহাপনা! আমরা বিচারপ্রার্থী। ইহাদিগের যথোচিত দণ্ড বিধান করুন।"

নবাব সিরাজুদ্দৌলা মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "উহাদিগের যথেষ্ট শাস্তি কি হয় নাই? মানুষ মানুষের ন্যায়ই ব্যবহার করিবে। যদি এই দণ্ড উহাদিগের যথোচিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমাদিগের সকলের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা যিনি—সেই পরমেশ্বর উহাদিগকে আরও শাস্তি প্রদান করিবেন।" তাহার পর হলওয়েল সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সাহেব! ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড নামক তোমাদের দুইজন কর্ম্মচারী কোথায়?"

হলওয়েল সাহেব বলিলেন, "নবাবের সদাশয়তা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদিগের উপর ইহারা অন্যায় দোষারোপ করিতেছে। স্বীকার করি, ইহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে,

তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বথা অনুমোদনীয় নহে—কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশে—অন্যের কুমন্ত্রণায়—যদি আমাদিগের পদস্খলন হইয়া থাকে, তজ্জন্য সকলকে সমভাবে দোষী করা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। আমরা আমাদিগের দোষ খণ্ডনের জন্য মিথ্যা কথার অবতারণা করিতেছি না। ইংরেজ জাতি মিথ্যা কহিতে জানে না। আমরা জীবনের জন্য কাতর নহি—মিথ্যা কথা বলিয়া জীবন রক্ষা করিতেও প্রয়াসী নহি। যদি জীবনের মায়াই আমাদিগের প্রবল হইত, যদি দুর্গসংস্কার, অথবা অন্যান্য কার্য্য—যাহার জন্য আমাদিগের বিরুদ্ধে নবাব বাহাদুর ক্রুদ্ধ হইয়া এই যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন—অন্যায় ও দোষজনক বলিয়া বিবেচনা করিতাম—তাহা হইলে যুদ্ধায়োজনে আমরা প্রবৃত্ত হইতাম না, রণস্থলে উপস্থিত হইতাম না—প্রাণভয়ে গললগ্নীকৃতবাসে নবাব বাহাদুরের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রাণভিক্ষা করিতাম। উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভের বিরুদ্ধে যেরূপ প্রমাণ আমরা পাইয়াছিলাম, আমাদিগকে উহাদিগের বিরুদ্ধে যেরূপ অন্য লোকে বুঝাইয়াছিল, তাহাতে উহাদিগকে বন্দীস্বরূপ দুর্গ মধ্যে অবরোধ করা কোনমতেই অনুচিত হয় নাই। আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যদি মরিতে হয়, কীট পতঙ্গের ন্যায় আমাদিগকে যেন মারা না হয়, যাহাতে মানুষের মত—বীরের মত—আমরা মরিতে পারি, এরূপ আদেশ করিবেন, ইহাই আমাদিগের অন্তিম-কালের অনুরোধ।”

সিরাজুদ্দৌলা হাসিয়া বলিলেন, “না—না। তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে না।” এই সময়ে দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, দুর্গাদাস রায় ও কতিপয় সন্ন্যাসী আহত করিম খাঁকে সভাস্থলে ধরাধরি করিয়া

আনিলেন। করিম খাঁ সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল, তাহার আর বাঁচিবার আশা ছিল না। করিম খাঁকে তদবস্থায় দেখিয়া নবাব ত্রস্তভাবে করিম খাঁর নিকটে আসিলেন। করিম খাঁর সেবা শুশ্রূষায় দুর্গাদাস রায় ব্যাপৃত ছিলেন। যে দুর্গাদাস রায় করিম খাঁর প্রাণনাশ করিতে এক সময়ে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, সেই দুর্গাদাস রায় আজি সেই করিম খাঁর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া, পিতা যেরূপ রোগাক্রান্ত পুত্রের সেবা করে, তদ্রূপ যত্ন সহকারে সেবানিরত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই বিস্ময়ের বিষয়!

মনুষ্য-হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির অধিকার যতই প্রবল হউক না কেন, অতি নিভৃত স্থানে—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়—সদ্‌গুণাবলী নিহিত থাকেই থাকে। সময়, কাল, পাত্র উপস্থিত হইলে তাহা প্রকাশ পায়। পাষাণ-প্রাণ পর্ব্বতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নির্ঝরিণী যেরূপ প্রবাহিত হইয়া থাকে, দুষ্ক্রিয়াসক্ত মনুষ্যের হৃদয়েও তদ্রূপ প্রচ্ছন্নভাবে সদ্‌গুণের অমৃত-ধারা বহিয়া থাকে। সুবিধা পাইলেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। করিমের তাহাই হইল। করিমের হৃদয়ের গুহা প্রদেশ-জাত সদ্‌গুণের সুধালহরী চক্ষু ভেদ করিয়া ঝরিতে লাগিল। মুমূর্ষুপ্রায় করিম কথা কহিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না। তাহার এই প্রয়াসে ক্ষত স্থান হইতে আবার রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। করিম তাহাতেও যেন কাতর হইল না—তাহার বদনমণ্ডলে যেন স্বর্গের আভা বিকীর্ণ হইল—চক্ষুর্দ্বয় যেন অব্যক্ত ভাষায় কত কথা কহিতে লাগিল। করিম অবশেষে "সাহানসা!—আমি চলিলাম—কিন্তু—দুর্গাদাস রায়কে—পুনরায়—পূর্ব্ব সম্পত্তির—অধিকারী করিবেন। আমি—পাপী—অপরাধী—ক্ষ—মা—"এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিল। হায় মানব! মদমত্তাবস্থায় যখন

ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া থাক, তখন বিবেকের দংশন ভুলিয়া যাও, পৃথিবীটা যেন নরকের নাট্যশালা বলিয়া মনে করিয়া থাক; তখন একবারও ভাব না যে, এই দেহাভিমান, এই সৌন্দর্য্যাভিমান, এই ঐশ্বর্য্যগরিমা, এই বলদৃপ্ততা—ছায়াবাজীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা। এই সংসারকে তৃণস্বরূপ জ্ঞান করা যে নিতান্ত ভ্রান্ত-বুদ্ধির কর্ম্ম, তাহা ভুলিয়া যাও। সংসারের নশ্বরত্বসম্বন্ধে কোন কথাই তখন মনোমধ্যে উদয় হয় না। তুমি যে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তাহা স্মৃতিপথে জাগরূক হয় না।

করিমের মৃত্যুতে সভাস্থলে উপস্থিত প্রায় সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। দুর্গাদাস রায়ও কাঁদিতে লাগিলেন। ইহাকেই ভূস্বর্গ বলে। যেখানে কুপ্রবৃত্তির বিলয় হয়—করুণায় জগৎ প্লাবিত হয়—দুশ্চিন্তা ও রিপুতাড়নায় মানুষ ব্যস্ত হয় না—স্বর্গীয়ভাবে সকলেই বিভোর হয়—সকল মানব-হৃদয় যেন একসূত্রে, একতন্ত্রীতে গ্রথিত বলিয়া মনে হয়, সার্ব্বভৌম প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয়—সেই খানে স্বর্গ সমুদিত হয় বলিলে অন্যায় হয় কি? সিরাজের সভাস্থল—করিমের মৃত্যুতে তদ্রূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

পরিশিষ্ট।

করিম মরিল। উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভের প্ররোচনায় নবাব সিরাজুদ্দৌলা এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা হলওয়েল প্রমুখ কতিপয় ইংরেজ বণিককে মুর্শিদাবাদে লইয়া গেলেন। নবাবের আদেশে দুর্গাদাস রায় আবার পূর্ব্ব সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। নবাবের কৃপায় উমিচাঁদের প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

দেবানন্দ ব্রহ্মচারী যথাসময়ে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য যে মঠ প্রতিষ্ঠিত, সেই মঠে প্রেমের লীলা-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে, সচ্চিদানন্দ ও পরমানন্দের সাধু হৃদয় কন্দর্প-শরজালে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। দুর্গাদাস রায়ের দুই কন্যার চিত্তও যে যুবক ব্রহ্মচারীদ্বয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা নহে। সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ দেবানন্দ স্বামী কখন প্রণয়পাশে বদ্ধ হন নাই। কাজেই সংসারের অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার বহুদর্শিতা থাকিলেও, কাম-প্রকোপ তিনি বুঝিতেন না। এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, প্রণয়ে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়, বজ্র বিগলিত হয়, মরুতে মন্দাকিনী বহে। বুঝিলেন, পতঙ্গ-প্রকৃতি মানব প্রেমানলে কেন স্বেচ্ছায় ঝম্প প্রদান করে।

দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর অনুমোদনক্রমে মাধবী ও লীলাবতীর সহিত যুবক ব্রহ্মচারীদ্বয়ের বিবাহ হইল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল তাহাদিগের পৈতৃক বৈভব যথেষ্ট আছে—তাহারাও জমিদারের বংশধর। সুতরাং এই শুভ সম্মিলনে—পবিত্র পরিণয়ে—আনন্দ-স্রোত যে উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

সচ্চিদানন্দ ও পরমানন্দের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া দেবানন্দ স্বামীর চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন, যে মদনের প্রকোপে মহাযোগী শ্মশানবিহারী দেবাদিদেব মহাদেবেরও চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছিল, সেই কামের আধিপত্যই সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দেবানন্দ স্বামী মঠ উঠাইয়া দিয়া চিরতুষারমণ্ডিত হিমালয়ে তপশ্চারণার্থ প্রস্থান করিলেন।

সমাপ্ত।

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY ★ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Lib. Gen.
BR Collection of late R.P. Gupta through purchase Rs. 75/-

Babu Tinkori Dass

৮৯১.৪৪-৮৪৫
নগেন্দ্র ৭
দাঁ
(OR)